# বাতাস বাড়ি

লীলা মজুমদার

boiRboi.blogspot.com

হিমালয়ের পায়ের কাছে উঁচু উঁচু সব পাহাড়ের সারি। আধা পথ উঠে ছোটো এক গ্রাম, নাম তার লখনা। সেবার মোটে বৃষ্টি হল না, পাহাড় চূড়ার ঝরনার জল কমে গেল, গ্রামে লোকদের কষ্টের আর শেষ রইল না। পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে তারা আলুর চাষ করে, মোটা লাল ধান ফলায়। পাহাড়ের নদী থেকে সরু সরু নালা কেটে খেতখামারে জল জোগায়। তা সে বছর জলই নেই তো জোগাবে কী! আলু হল শুকনো চিমড়ে, ধান হল চিঁড়ে।

খিদের চোটে গাঁয়ের এক পাল ছেলে-মেয়ে— নরবু, শামু, বলবীর, পদম, পম্পা, কাঞ্চি, জ্যেঠি, বাহাদুর, সুখন, সব নিয়ে জনা বারো-তেরো— নড়বড়ে পাথর-বসানো, সাপের মতো পাক খাওয়া পথে, বড়ো লামার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বড়ো লামা বলে কি আর সত্যিকারের লামা! পাহাড়ের ওপরে টিনের চাল-দেওয়া ঘরটিতে বসে লেখাপড়া করে, আঁকে-জোঁকে, ঠুকঠুক করে কীসব যন্ত্র বানায়, ওদের দুঃখ-কষ্টে হাতে হাতে জিনিস জোগায়। এমন লোককে লামা বলবে না তো কাকে বলবে? পাহাড়ের লোক সে নয়, কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না।

লামার কাঠের দরজা দুমদাম করে পিটিয়ে খুলিয়ে, ছোটো নরবু বলল, 'ইয়ামা, ভুখ লেগেছে।'

বড়ো লামা বলল, 'ইয়ামা আবার কী? ইয়ামা তো একরকম জন্তু, না-হরিণ না-ছাগল, অতলান্ত মহাসাগরের ওপারে দেখা যায়। ইয়াম নই, লামা বলো। ইয়ামারা লোকের গায়ে থুতু দেয়। অবিশ্যি লামাও নই।'

নরবু বলল, 'তাই তো বললাম, ইয়ামা ইয়ামা।' নরবুর সামনের দাঁত পড়েছে। শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা করে বলল, 'খিদেয় পেট জ্বলে গেল, ইয়ামা, কী করব বলো।'

বড়ো লামা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, দরজাটাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে, পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে বলল, 'শনিবার আর রবিবারে আমার ধিঙ্গিপদর জন্য কাঠকুটো এনে দিস তোরা, তার জন্যে পয়সা দিই-না তোদের? গাঁয়ের দোকান থেকে কিছু কিনে খেতে পারিস না, লেড়ুয়া বিস্কুট, ছুরপি, মকাই পোড়া? আমার কাছে খাই খাই করিস কেন রে, তোদের মা-বাবা, চাচা-চাচি, নানা-নানি নেই নাকি?'

কাঞ্চি বলল, 'আছে, আছে, সব আছে, কিন্তু তাদের পেটেও খিদে। দাদু ভেড়ার লোম ছাঁটে, নানি তকলি দিয়ে লোম পাকিয়ে পশম বানায়, মা কাঠি দিয়ে পশম বুনে সোয়েটার তৈরি করে। বাবা সেগুলোকে সিকিমের বাজারে, কালিম্পঙের হাটে, লালমুখো সায়েবদের আর বেগনিমুখো বাবুদের কাছে বেচে পয়সা কামায়। তাই দিয়ে চাল কেনে, কড়ুয়া তেল কেনে, মিঠে তেল কেনে,

www.boiRboi.blogspot.com

মশলাপাতি কেনে। মা রাঁধে, তাই খেয়ে শরীরে তাগত হয়, দাদু আর বাবা তখন পাহাড়ের গায়ে মাটি কোপায়, আলু তোলে, পেঁয়াজ তোলে, আনাজ তোলে। তা হলে আমরা সুখে থাকি।'

বড়ো লামা বলল, 'সুখে থাকিস তো এখানে কেন?'

কাঞ্চি বলল, 'ওমা, সুখ কোথায়? জল নেই তো খেত করবে কী দিয়ে? জল না পেয়ে ভেড়াদের অর্ধেক মরে গেছে, বাকি নীচে নেমে গেছে। না খেয়েছি দুধ, না হয়েছে খোয়া ক্ষীর, ভাতে খাবার ঘি। দেখছ-না, সব শুকিয়ে দড়ি। তোমার ধিঙ্গিপদ ঘরে দিনরাত ঠুকঠাক করে, তার গায়ে কত জোর, নিশ্চয় সে পেট পুরে খায়।'

বড়ো লামা হাসতে লাগল। 'আরে দুর, দুর। তা ছাড়া শুকিয়েছিস কোথায়? তোদের গালগুলো তো দিব্যি আপেলের মতো লাল ফুলো ফুলো। পেট পুরে ছুরপি খাস নিশ্চয়।'

ওরা জামা তুলে দেখাল জিরজিরে সব পাঁজরার হাড় বেরিয়ে আছে। 'ছুরপি খায় বড়োলোকরা, আমরা কোথায় পাব? ইয়াক গোরুর দুধ শুকিয়ে ছুরপি হয়। সে কি এখানে? ওই বরফের পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে দিয়ে পথ গেছে মানস সরোবরের দিকে, ওরই আশেপাশে ইয়াক চরে। কারো গায়ে জোর নেই লামা, কে দুধ এনে ছুরপি করবে? করলেও কে কিনবে? ও যে বড়োলোকের খাবার। তোমার ধিঙ্গিপদর খাবারের ভাগ দাও-না আমাদের!'

বড়ো লামা উঠে পড়ে বলল, 'তাই তো, জল না থাকলে তো তোদের বড়ো মুশকিল। কমলা লেবু হয়নি কি গাছে, তাই খাস না কেন?'

ওরা হেসেই কুটোপাটি। 'লামা, তুমি দিনরাত বই পড়, যন্তর বানাও, দুনিয়ার তুমি কী জান? কমলা এবার গুটি ধরেই শুকিয়ে পড়ে গেছে। কমলা ফুলের গন্ধটুকুই শুধু পেলাম। ধিঙ্গিপদকে ডাকো-না, একবার দেখি।'

www.boiRboi.blogspot.com

পাহাড়ের ঢালু গায়ে বড়ো লামার বাড়ি। সামনে এক ফালি জমি, সারাদিন সেখানে রোদ। পেছনে একটু উঠোন, তার চারদিকে কাঠের পাঁচিল। আর মাঝখানে সোজা আকাশে উঠে গেছে তিন-শো হাত উঁচু এক ঝাউ গাছ। নীচে থেকে তার মগডালের পাতা ঠাওর হল না। ওই উঠোনে ধিঙ্গিপদ দিনরাত কাজ করে, তার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু চোখে তাকে কেউ দেখেনি। পাঁচিলের বাইরে সে বেরোয় না।

বড়ো লামা ঝোলা থেকে মিছরি বের করে ওদের হাতে হাতে দিল। 'এই নে, খা, তেষ্টা যাবে, খিদে দূর হবে, মনে ফুর্তি হবে। ধিঙ্গিপদকে জ্বালাসনি। সে শুধু রোদ খেয়ে বাঁচে। আর কিছু খায় না, দায় না; অসুখ করে না, ক্লান্ত হয় না, তোদের মতো নয় সে। কথাও বলে না।'

ওরা বলল, 'আমরাও রোদ খাব, তাই দাও। আমরাও মুখে এই চাবি দিলাম, কথা বলব না। রোদ কী করে খেতে হয়?'

—'অত রোদ কোথায় পাব বাছা?'

—'কেন, চারদিকে তো রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সোনালি ইগল ছাড়া সব পাখিরা ছায়ায় লুকিয়েছে। কী যে বল, রোদ কোথায় পাবে! তোমার ধিঙ্গিপদ রোদ কোথায় পায়?'

—'সে অনেক হাঙ্গামা। আর তাতে কি তোদের চলবে?'

—'কেন চলবে না? তুমিই তো বল সূয্যির আলোর তেজ। পাথর চাপা পড়ে তোমার গোলাপ লতার রং সাদা হয়ে গেছিল, যেই-না পাথর সরালে, ওর গায়ে রোদ লাগল, অমনি সবুজ রং ধরল। সূয্যি না পারে এমন জিনিস নেই। তাহলে এবার সে আমাদের পেট ভরাক!'

বড়ো লামা ভাবনায় পড়ল। 'কী করে যাবি তার কাছে? সে যে অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে।'

—'ছোটো পাখিরা শীতকালে কী করে গরম দেশে উড়ে যায়?'

বড়ো লামা খুব হাসল। 'আরে, সে তো পশু-পাখিদের দেবতা তাদের ডানায় জোর দেয় বলে।'

—'সূয্যি তোমার ধিঙ্গিপদকে খাওয়ায়, আর আমাদের হাতে-পায়ে জোর দিতে পারবে না? লামা, কিছু বলছ না কেন?'

বড়ো লামা বলল, 'তাহলে আমার বাড়ির কথা শোন। ওরে, আমি তোদের দেশের মানুষ নই। আমার বাড়ি গঙ্গা নদীর ধারের বড়ো শহরে। সেখানে সবকিছু কলে চলে। লোকেরা বোতাম টিপে ঘর আলো করে, চাকার গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায়। তার জন্য মাটি খুঁড়ে কয়লা বের করে পোড়াতে হয়, তেল বের করে জ্বালাতে হয়। তবে যন্ত্র চলে, বিজলি তৈরি হয়, বোতাম টিপলে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। কিন্তু মাটির নীচের কয়লা ফুরুলে, তেল ফুরুলে হবেটা কী?'

একথা শুনে পদম, পম্পা, সুখন, বাহাদুর চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'ও লামা, কী হবে তখন? এমনিতেই তো পেট ভরে খেতে পাই না! শীত কালে ভালো গরমজামা পাই না। জানোয়ারের লোম পাওয়া যায় না। পেতল-কাঁসার বাসনগুলোও মহাজনের কাছে বাঁধা পড়েছে। ও লামা, কী হবে তবে?'

বড়ো লামা বলল, 'চোপ। সব যখন শেষ হয়ে যাবে, সূয্যি তখনও তেজ দেবে। সেই তেজ কল করে ধরা হবে। তাই দিয়ে যন্ত্র চলবে। সেই যন্ত্র দিয়ে মাটির তলা থেকে জল তুলে আনা হবে। তোদের ধান খেত, আলু খেত আবার সবুজ হবে।'

সুখন কেঁদে বলল, 'অত জল তুললে জলও যদি ফুরোয়?'

লামা নিজের বুক চাপড়ে বলল, 'তাতে কী? যন্ত্র দিয়ে জল বানাব। যার মাথার ওপর সূয্যি আছে, তার আবার কীসের ভয়? আবার ধিঙ্গিপদ সূয্যির আলো খেয়ে, তোদের মতো বারোটার সমান কাজ করে।'

www.boiRboi.blogspot.com

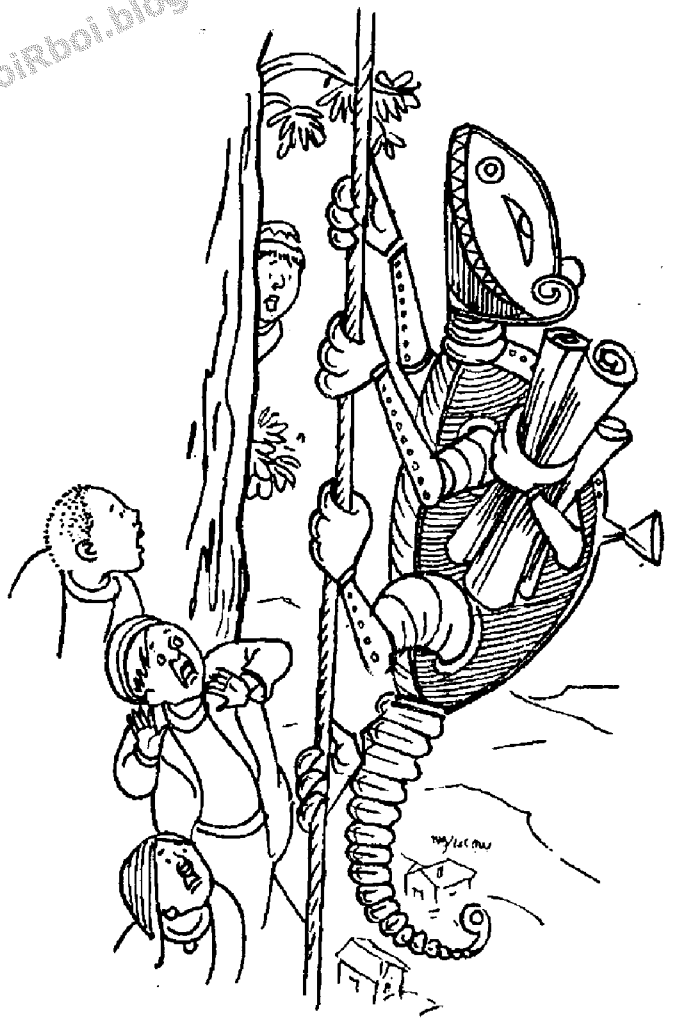

—'দেখব, তাকে দেখব।'

লামা দোর খুলে ডাক দিল, 'ধিঙ্গিপদ, বাইরে এসো।'

যেই-না বড়ো লামা দোর খুলে ডাক দিল— ধিঙ্গিপদ বাইরে এসো! অমনি দুমদাম করে উঠোনের কাজ বন্ধ হল, ঝনঝন করে যন্ত্রপাতি মাটিতে পড়ল, সড়সড় করে একটা শব্দ হল। ধিঙ্গিপদ দরজা অবধি এসে, শিকলি লাগাবার আঁকড়ার ঠিক নীচে থমকে দাঁড়াল।

যেই-না তাকে দেখা, অমনি খিদে-তেষ্টা, দুর্বলতা সব ভুলে ওরা বারো জন দিল পাঁই পাঁই ছুট। লামা কাষ্ঠ হেসে উঠে এসে, ধিঙ্গিপদর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'এই ভালো, ধিঙ্গিপদ! যে দেখবে সে-ই পালাবে, কেউ তোমাকে ভুলিয়ে নেবে না, কাজের সময় এক মিনিটও নষ্ট হবে

www.boiRboi.blogspot.com

না। চার বছরের মধ্যে বাতাস বাড়ির সন্ধান না পেলে, ওরা সবাই শুকিয়ে মরে যাবে। তার তিন বছর নয় মাস তো কাবার।'

এই বলে ঢোলকা জামার হাতায় মুখ গুঁজে বড়ো লামা ভেউ ভেউ করে খানিক কেঁদে নিল। ধিঙ্গিপদ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। তার সমস্ত শরীর খড়মড় করে কেঁপে উঠল। তাই দেখে জামার হাতায় চোখ মুছে, কর্কশ গলায় বড়ো লামা বলল, 'যাও, কাজে যাও।'

ধিঙ্গিপদ ঘুরে দাঁড়িয়ে সড়সড় করে আবার উঠোনে ফিরে গেল। তার পরেই আবার ঠুকঠুক দুমদাম শব্দ শুরু হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বড়ো লামা চারদিকে চেয়ে দেখল। বরফের পাহাড় প্রায় ঘন নীল আকাশ ছুঁয়েছে। সাদা চূড়াগুলো সর্বদা সাদা মেঘে ঢাকা। ওর আগায় যদি বাতাস বাড়ি আটকেও থাকে, তবু দেখা যাবে না। গোল চীনেমাটির বাটির মতো নীল আকাশটা পৃথিবীকে চাপা দিয়ে রেখেছে। কোথায় বাতাস বাড়ি কে জানে!

বড়ো লামা তখন দুই হাত এক সঙ্গে শাঁখের মতো করে মুখের কাছে এনে ডাক দিল, 'ও লম্বু, নরবু, সোনাম, কাঞ্চি, জ্যেঠি, পম্পা, ঠুলি-ই-ই, তোরা কোথায় গেলি, আমার সঙ্গে যাবি না-আ-আ!'

অমনি ঝোপঝাড়ের পেছন থেকে, পথের বাঁকের ওপার থেকে দলে দলে সবাই বেরিয়ে এসে বলল, 'বাপ রে, ওই গিরগিটি তোমার ধিঙ্গিপদ! ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছিল। একেক জনাকে ধরে কপ করে মুখে পুরলেই হয়ে গেছিল!'

বড়ো লামা কাষ্ঠহাসি হাসল, 'বলি খাবে কাকে? তোদের মতো প্যাকাটি শরীর খেয়ে ওর হবেটা কী? তা ছাড়া বলেছি-না, ও রোদ ছাড়া কিছু খায় না! কাজ ছাড়া কিছু করে না। ও একটা যন্তর, আমি ওকে বানিয়েছি। ওর ভেতরে যেটুকু বিদ্যে পুরে দিয়েছি, তার বেশি কিছু করতে পারবে না! ওই দরজার শিকলির তলা পেরুতে পারে না। হ্যাঁ, তবে উপরে উঠতে পারে। নীচে নামতে পারে! তা নইলে চলবে কেন? পারবি তোরাও উঠতে?'

শুনে ওরা সব হাঁ। 'কোথায় উঠব, লামা?' নরবু তার ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, 'বয়ো, ইয়ামা, বয়ো।'

বড়ো লামা চীনেমাটির বাটির মতো নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'ধর প্রথমে ওই চূড়ার কাছে, যেখানে সাদা মেঘ জমে আছে। তার আগে আমার গাছের মাথায়, তারপর আকাশে। পারবি উঠতে?'

ওরা হেসেই আকুল। 'হুঁ, পারব, বড়ো লামা, পারব! এ আর কতটুকু! আগে আমাদের বুড়ো দাদুরা ছাগল চরাতে যেত অনেক উপরে। ছয় মাস করে থাকত। ঘাসের চালার নীচে রাত কাটাত! কিংবা পাথরের গুহায়। শীতের আগে নেমে আসত। তবে কি না—' এই অবধি বলে ওরা থেমে গিয়ে এ-ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। বড়ো লামা বেজায় চটে গেল। ধমক দিয়ে বলল, 'তবে কী? অন্য সময় ব্যাজরব্যাজর করে করে আমার কানের পোকা নাড়িয়ে দাও, এখন যে বড়ো চুপ? তবে কী?'

পদম বলল, 'ওখানে বড়ো ভূতের ভয়।'

বড়ো লামা বলল, 'তবেই হয়েছে! ভূতের ভয় পেলে কেউ সূয্যি-সিঁড়ি চড়তে পারে? ভয় ছাড়তে হবে।'

ওরা বলল, 'পেট ভরে খেতে দাও, বড়ো লামা, ভয় আপনি ছেড়ে যাবে। খেতে দেবে তো?' —'দেব, দেব, এমন বড়ি খাইয়ে দেব যে, তোদের খিদে-তেষ্টা সব ঘুচে যাবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

—'রাত জেগে কান্না পাবে না?'

—'না।'

—'হাত-পা ঝিনঝিন করবে না?'

—'না রে, না!'

—'কান বোঁ বোঁ করবে না?'

শুনে বড়ো লামা অবাক হয়ে বলল, 'তোদের অমন করে বুঝি? আগে বলিসনি কেন? খালি বলিস— খাবার দাও, খাবার দাও। খাবার কোথায় পাব শুনি? আমি কি খাবার খাই? তবে হ্যাঁ, বড়ি চাস তো দিতে পারি, খিদে-তেষ্টা মিটে যাবে। শরীরও হালকা হবে। নইলে কি আকাশে ওঠা যায় নাকি?'

ঝোলা থেকে গোলাপি রঙের বড়ি বের করে বড়ো লামা ওদের গালে ফেলে দিল। বড়ি খেয়ে ওদের মুখের হাসি আর ধরে না। বড়ো লামার ছোটো উঠোনের রোদে গরম-হওয়া পাথরে যে-যার ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

ঠুলি বলল, 'কখন যাব?'

—'কাল ভোরে। তবে দ্যাখ, যার যা দরকারি জিনিস কেউ কিছু নিবি না। আমারও কিছু নেই। যারা গাছে চড়তে পারে না, তারা যাবে না। সঙ্গে কিছু দড়ি নিবি। কোথায় যাচ্ছিস কাউকে বলবি না।'

ওরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। 'না, বড়ো লামা, না। সব্বাই যাব। কেউ পড়ে থাকবে না। যারা গাছে চড়তে পারে না, তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব। কিন্তু গাছে চড়ে কি আকাশে ওঠা যায়?'

লছমি বলল, 'সগ্‌গ তো আকাশে। ভদ্র মরা লোকরা সেখানে যায়। পরিরা দু-হাতে তাদের ধরে ডানা মেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর দুষ্টু মরা লোকরা মাটির তলায় যে নরক আছে সেখানে যায়। পাদ্রি বলেছে।'

পম্পা বলল, 'আমার মামণি ছোটো ভাইকে নিয়ে সগ্‌গে চলে গেছে। ফুল-ফোটা ছোট্ট মনসা গাছটি নিয়ে যায়নি। আমি কিন্তু সেটি নিয়ে যাব, বড়ো লামা।'

বাহাদুর বলল, 'কী মজা, রামধনুতে চড়া যাবে। একটুখানি রং-চঙে মাটি ভেঙে আনব। আমার বাবা কুঁদে কুঁদে গুলি বানাবে, অনেক টাকায় বিক্রি হবে, আবার আমাদের উনুন ধরবে। চলো, বড়ো লামা, আর দেরি কেন?'

বড়ো লামা বলল, 'সত্যি সত্যি, সবাই যাবি নাকি? একদিক থেকে ভালোই হল, কিছু জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারবি। ধিঙ্গিপদ একা একা কত পারবে?'

তাই শুনে ওরা সবাই মাটিতে বসে পড়ল। 'অ্যাঁ! ধিঙ্গিপদও যাবে নাকি? ওরে বাবা!'

লামা রেগে উঠল। 'যাবে না তো গাছের গায়ে ঠেকা দিয়ে কাঠের সিঁড়ি করবেটা কে শুনি? আর বারে বারে নীচে নেমে এসে কাঠের বোঝা তুলে নিয়ে যেতে হবে-না? গাছের গায়ে ঠেকা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি হবে। গাছ যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে লাটফর্ম হবে!'

—'কীসের লাটফর্ম? সেখানেও কি ছোটো রেলের গাড়ি আছে?'

বড়ো লামা বলল, 'আহা! তোরা তো বড়োই মুখ্যু দেখছি। পাদ্রি তার ইস্কুলে তোদের কিছুই শেখায়নি নাকি?'

ওরা সমস্বরে বলে উঠল, 'শেখায়, শেখায়। বাহাদুর এক-শো অবধি লিখতে-পড়তে পারে।'

বাকিরা বলল, 'আমরাও শিখেছি— আলু আঁকতে, ডিম আঁকতে, নতুন গুম্ফার নিশানের

www.boiRboi.blogspot.com

ডান্ডা আঁকতে। পাদ্রি সব শিখিয়েছে। পাদ্রি বড়ো ভালো, আমাদের রঙিন খড়ি দেয়। আমরা গির্জায় গিয়ে গান গাই।'

—'গির্জা? গির্জা আবার কোথায়? এখানে তো গির্জা নেই!'

ঠুলি বলল, 'পাদ্রি বলেছে, গান গাইলেই সেখানটা গির্জা হয়ে যায়। আমার বেড়ালবাচ্চাটাকে নিয়ে যাব তো?'

বাহাদুর বলল, 'যে-কোনোদিন আমার মুরগির বারোটা ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবে। তাদের ফেলে যাই কী করে?'

বড়ো লামা উঠে পড়ে বলল, 'বেশ, তবে তাই কর, গাছপালা, হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল যার যা আছে নিয়ে চল। সিঁড়ি ভেঙে পড়লে মেরামত করে দিয়ো। লাটফর্মে উঠে বেলুনে চড়তে হবে। মনে থাকে যেন কাল ভোরে রওনা!'

এই বলে দুমদুম করতে করতে ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে শিকল তুলে দিল। বড়ি খেয়ে ওদের পেট ঢাক, ওঠার কেউ নাম করে না। কিন্তু ধিঙ্গিপদ সঙ্গে যাবে, সে তো বড়ো ভাবনার কথা। কারণ ধিঙ্গিপদ তো মানুষ নয়।

ভোর হতে-না-হতে পাকদণ্ডী বেয়ে, নড়বড়ে পাথরের সিঁড়ি পার হয়ে, ওরা সবাই বড়ো লামার বাড়ির উঠোনে কিলবিল করতে লাগল। ভোরের রোদ সবেমাত্র পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে বড়ো লামার পাহাড়ি দেবদারুর মগডাল ছুঁয়েছে। এমন সময় শাঁখের মতো সাদা একটা পাখি সেখানে এসে বসে রোদ পোয়াতে লাগল। অমনি বারো-তেরো জোড়া চোখ তার উপর পড়ল। পাখিটা পাঁচ মিনিট সেখানে বিশ্রাম করে, একসময় ডানা মেলে মেঘের পিছনে আড়াল হয়ে গেল।

তখন ওরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, রাতারাতি ধিঙ্গিপদ সুয্যিসিঁড়ি তৈরি করে ফেলেছে। গাছে ঠেকা-দেওয়া আঁকাবাঁকা কাঠের সিঁড়ি মগডাল অবধি উঠে গেছে। চোখের উপর হাতের আড়াল করে দেখল, সেখানে খুদে একটা মাচাও দেখা যাচ্ছে। ওই তবে বড়ো লামার লাটফর্ম। ওখান থেকে বেলুন উড়বে। কিন্তু বেলুন কোথায়?

ওরা তখন ব্যস্ত হয়ে বড়ো লামার দরজা পেটাতে লাগল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ধিঙ্গিপদও হয়তো ঘুমোচ্ছে। তখন পম্পা, কাঞ্চি, জ্যেঠি, ঢুলি, সোনাম— যার ভালো নাম লছমি, নরবু, শামু, পদম, বাহাদুর, সুখন, লম্বু, সবাই মিলে এমনি চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, দড়াম করে দরজা খুলে রেগে-মেগে বড়ো লামা বেরিয়ে এসে বলল, 'ফের যদি হট্টগোল করে আমার অঙ্ক কষায় বাধা ঘটাবি তো সিঁড়ি গুটিয়ে নিয়ে, একলা উঠে চলে যাব। থাকিস তোরা ধিঙ্গিপদর সঙ্গে।'

বলামাত্র ওরা বড়ো লামার পায়ে পড়ল, 'না, না, এই মুখে চাবি দিলাম, আর চ্যাঁচাব না! এই দেখো, কোনো দরকারি জিনিস আনিনি। না খাবার, না গলাবন্ধ, না বাঁশের চোঙে করে জল। কিচ্ছু আনিনি, বড়ো লামা, এই দেখো, খালি হাত!'

লামা বলল, 'পম্পা, বুকে করে ও কী চেপে রেখেছিস?'

পম্পা দেখাল ছোট্ট একটি মাটির ভাঁড়ে খুদে এক মনসা গাছ, তাতে মটরশুঁটির দানার মতো ছোট্ট একটি হলদে ফুট ফুটেছে। হেসে বলল, 'কিছু দরকারি জিনিস না, লামা। আমার মামণি সগ্‌গে যাবার সময় ফেলে গেছিল। নতুন মা বলল, নোংরা জিনিস ফেলে দে। ছাগলদের ঘরে তাকে লুকিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

রেখেছিলাম। রোজ মামণি যেমন বলেছিল, এক কুলকুচি জল দিয়েছি। নিয়ে এলাম মামণিকে দেব বলে। কিছু দরকারি জিনিস না, লামা।' এই বলে পম্পা হাঁউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

বড়ো লামা দু-কানে হাত দিয়ে বলল, 'এই দেখ, ভোর থেকেই চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাল। নিস, বাছা, নিস। কিন্তু আমরা তো সগ্‌গে যাচ্ছি না, তোর মামণিকে কোথায় পাবি?'

ঠুলি বলল, 'সগ্‌গে না তো যাচ্ছি কোথায়? আকাশেই তো সগ্‌গ আছে। রামধনু পার হয়ে যেতে হয়। পাদ্রি বলেছে।'

কাঞ্চি বলল, 'রামধনুকের সাঁকোয় পা দিলেই নড়বড় করে। পাদ্রি বলেছে।'

শুনে বড়ো লামা তো হাঁ। 'হ্যাঁ রে, কই তোদের পাদ্রি? কোথায় সে? আমি তো কখনো তাকে দেখিনি। শুনি নাকি সে তোদের লিখতে, পড়তে, গুনতে শেখায়, নাচতে-গাইতে শেখায়। থাকেই-বা কোথায়? বই-খাতা পায় কোথায়? দেখতে কেমন?'

ওরা সবাই অবাক। 'ওমা, তুমি কিছু জান না, লামা? সে থাকে ভূত গুম্ফায়। মাটিতে আঁচড় কেটে আমাদের লিখতে, পড়তে, গুনতে শেখায়। গাছতলায় তার সঙ্গে আমরা ধেই ধেই করে নাচি, গাই। দেখতে বড়ো নোংরা, চানটান করে না। পরবের দিনও না। বলে, মাটিতে গাছ হয়, গায়ে মাটি লাগা ভালো।'

নরবু ফিক করে হেসে বলল, 'দেখবে আমি নাচব, ইয়ামা? আমার দাদু বক্‌কি বাচ্চা এনেছে।'

বড়ো লামা চটে গেল, 'দরকারি জিনিস আনতে বারণ করেছি না? মুরগি তো দরকারি জিনিস, ডিম পাড়ে।'

নরবু বেজায় ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না, কুকরা না, বক্‌কি বাচ্চা, ব্যা-ব্যা ডাকে।'

—'ছাগলছানা? তাই বল। আচ্ছা সবাই রেডি তো? চল তবে। এই ছোটো পুঁটলি একটা করে বগলে নে।' এই বলে বড়ো লামা সদর দরজা খুলে দিল। অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়ে ওরা আলোয়-ভরা উঠোনে পৌঁছে দেখে, কোথায় কাঠের ঢিপি, যন্ত্রপাতির পাহাড়? সব চাঁচা-পোঁছা পরিষ্কার ঝরঝরে। এতটুকু শব্দ নেই, সব খালি খাঁ-খাঁ করছে, ধিঙ্গিপদর টিকির দেখা নেই। আঃ, কী আরাম! ওদের ভয় ঘুচল, ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু অনেক দূরে তবে কে ঠুকঠুক করছে?

বড়ো লামা হেসে বলল, 'ওই হল ধিঙ্গিপদ, তোরা যখন ঘুমিয়ে কাদা, ও তখন গাছে ঠেকো দিয়ে সিঁড়িটাকে ঠেঙিয়ে তুলেছে, এখন লাটফর্মে বেড়া দিচ্ছে। যা আনাড়ি তোরা, কে কোন বাগে পড়বি তার ঠিক কী?'

ওখানে ধিঙ্গিপদ আছে শুনে ওদের মুখ পাংশুপানা হয়ে গেল। 'ও লামা, নাহয় ও নেমে এলেই যাওয়া যাবে। যদি কামড়ায়?'

বড়ো লামা বলল, 'ন্যাকামি করবার জায়গা পাসনি? বললাম-না কাল যে, আমি যেটুকু বিদ্যে ওর পেটে দিয়েছি, তার বেশি কিছু করার সাধ্য নেই ওর। কামড়াতে পারে নাকি ও? নাকি ওর সত্যিকার দাঁত আছে? ওই যেগুলো দেখলি, ওগুলো আঁকা দাঁত। নে, ওঠ এবার সিঁড়ি দিয়ে। রোদ বাড়লে গরম হবে। ওই দ্যাখ, মগডালের নীচে চাকতি করে রোদ ধরে, হাঁড়ায় ভরে তার তেজ কেমন জমা করেছি।'

ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে অবাক হয়ে তাই দেখে। নীচে থেকে পাতার আড়ালে অত ঠাওর হয়নি। সবুজ রং-করা উলটো ছাতার মতো প্রকাণ্ড দুই চাকতি, তার নীচে সবুজ দু-টি মস্ত পিপে। ডালপালার মধ্যে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।

সিঁড়িতে কী সুন্দর রেলিং দেওয়া, একটা তক্তা! কোথাও উঁচু-নীচু নয়, একটা কাঠের খিল বাঁকা নয়। বড়ো লামা বলল, 'যন্ত্রের কাজে কখনো ভুল হয় না, সব অঙ্ক-কষা ঠিক, একটি লাইন বেঁকে যায় না। ভুল করে মানুষের হাত।' তারপর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাই তো হাতের কাজের এত দাম।— অ্যাঁ! সিঁড়ি নড়বড় করে কেন?'

বাস্তবিক নিখুঁত সিঁড়িটা বেজায় দুলতে লাগল। ওরা রেলিং-মেলিং, গাছের গা আঁকড়ে, যে যেমন করে পারে, নিজেদের সামলে নিল। যেখানে সিঁড়ি বাঁক নিয়েছে, সেখানে এতটুকু একটুখানি মাচার মতো। তেরো-চোদ্দো জনকে সেখানে ধরে না, কেউ-বা দু-চার ধাপ উপরে উঠে বসে পড়ল। নরবু বলল, 'ও কিছু নয়, ইয়ামা, ওই আমাদের পাদ্রি আসছে।'

ঠুলি বলল, 'বড়ো ভালো মানুষ, আমাদের সঙ্গে সগ্‌গে যাবে। সেখানে ওর কাজ আছে।'

পাদ্রি ঠিক সেই সময় উপরে উঠে এসে বলল, 'কাজ মানে কি আর যে-সে কাজ? রামধনুকের পায়ের গোড়ায় নাকি এক ঘড়া করে সোনা থাকে, আমার বুড়ি ঠাকুমা বলত। ঠাকুরদা নাকি নেশা করে একবার দেখেও এসেছিল। তবে নামতে সাহস পায়নি, সাঁকো বড়ো নড়বড়ে। ওইটি এবার আনতে পারলে কাজে দেবে।'

বড়ো লামা একটুও খুশি হল না। সিঁড়িঙে রোগা একটা মানুষ কোন দেশ থেকে এসেছে বুঝবার জো নেই, ঢিলে-ঢোলা চটের মতো কিছু দিয়ে তৈরি পোশাক পরেছে, কাঁধ পর্যন্ত ঝ্যাঁচড়া চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, এক জোড়া হলদে চোখ। এই নাকি পাদ্রি!

পাদ্রি আবার বলল, 'আমাকেও নিয়ে চলো, একা ওদের সামলানো মুশকিল। তা ছাড়া পদম পকেটে ভরে বারোটা মুরগির ডিম এনেছে, যে-কোনো সময় সেগুলো ফুটে ছানা বেরুবে। তখন তাদের দেখবেটা কে?'

বড়ো লামা ভ্রুকুটি করে রইল। পাদ্রি বলল, 'নিয়ে চলো, লাটফর্মে বেলুন ওড়াবার সময় দেখবে যে, আমি কত কাজের লোক!'

বড়ো লামা চোখ পাকাল। পাদ্রি বলল, 'এক মুহূর্তের জন্য আমার কথা বলা বন্ধ হয় না। ভূত গুম্ফায় থাকি, আমার জানতে কিছু বাকি নেই। ওই যে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় মেঘ কেন জমা হয়, তাও জানি।'

বাহাদুর বলল, 'আমিও জানি। ওরা ঘাস খেতে আসে। আমার বুড়ো ঠাকুরদা তার দলবল নিয়ে, কাঁধে বাজপাখির পালক দেওয়া তির আর মানুষের সমান বড়ো ধনুক হাতে, ওদের মারতে যেত। নইলে গরমের সময় আমাদের গোরু-ছাগলরা খাবে কী? তির খেয়ে মেঘরা মরে যেত।'

পাদ্রি বলল, 'মেঘ মরে গিয়ে সাদা চকচকে জিনিস হয়ে পাথরের খাঁজে পড়ে থাকত। সাহসী গাঁয়ের লোকেরা গিয়ে সেগুলো কুড়িয়ে এনে পাহাড়তলির ব্যাবসাদারদের কাছে বেচে আসত। তাকে বলে অভ্র।'

বড়ো লামা চোখ ফিরিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে চলো। কথা বলা থামাতে পারবে না।'

সে বলল, 'কে থামাবে? থামলেই যে আমার চাবি ফুরিয়ে যাবে, তখন আমি ঝুপ করে ওই তোমার পিঁপড়ের বাসার মতো ছোটো বাড়ির ওপর পড়ব। বাড়ি চ্যাপটা হয়ে যাবে।'

ওরা নীচের দিকে ফিরে চেয়ে দেখল, বাস্তবিকই লখনা গাঁ-টা পিঁপড়েদের বাসা হয়ে গেছে। তার সুতোর মতো সরু সরু পথে যেন কালো কালো সুড়সুড়ি পিঁপড়ে সারি দিয়ে চলেছে।

পাদ্রি বলল, 'হাটে যাচ্ছে সব। ফাঁকা হাট দেখতে যাচ্ছে। ব্যাপারীদের শূন্য ঝুড়ি থেকে কারো কিছু কিনবার উপায় নেই। পয়সা-কড়িও নেই যে কিনবে।'

হঠাৎ লম্বু বলল, 'বেজায় খিদে! ও লামা, কী দেবে দাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

বড়ো লামা ঝোলা থেকে একমুঠো বড়ি বের করে সবার মুখে একটা করে ফেলে দিয়ে, পাদ্রিকে বলল, 'হাঁ করো, সাহেব।'

পাদ্রি বলল, 'আমি চাই না, আমি খেয়ে এসেছি।— পম্পা, বড়ি খেয়ে আবার মুখে কটর কটর করছ কী?'

বাহাদুর বলল, 'কাঁচা সুপুরি। ও মামণির জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।'

ঠুলি বলল, 'ওর মামণি সগ্‌গে গেছে কবে, সেখানে কেউ কাঁচা সুপুরি খায় নাকি!'

পম্পা ভ্যাঁ করতে যাচ্ছিল, বড়ো লামা হঠাৎ বলল, 'তোর মামণি আমার বাতাস বাড়িতে আছে। কিন্তু কাঁচা সুপুরি খেলে মাথা ঘোরে, ভুল দেখে। ফেলে দে।'

তাই শুনে ওরা অবাক। 'ভুল দেখে আবার কী, লামা? চোখ খুলে যায়? যা অন্য লোকে দেখতে পায় না, তাই দেখে?'

পাদ্রি বলল, 'যা নেই তাও দেখে।'

কাঞ্চি বলল, 'পদমের বুড়ো দাদু কাঁচা সুপুরি খেয়ে পাহাড়ের দেওদের দেখেছিল। তারা বলেছিল, "ফের উঁচু জায়গায় ছাগল চড়াতে এসেছিস? ওসব বুঝি পুরুষমানুষের কাজ? এই নে ভাঁড়, দুধ দুইয়ে দে, সবাই মিলে খাই। তারপর গাছতলায় রোদে পা দিয়ে ঘুমিয়ে থাক।" বুড়ো দাদু বলল, "যদি ছাগল পালিয়ে যায়?" দেওরা বলল, "যাক গে।" দেওদের কথা শুনতে হয়। বুড়ো দাদু দুধ দুইল, সবাই খেল, তারপর গাছতলায় ঘুমিয়ে থাকল। রোদ পড়ে এলে শীত লেগে যখন ঘুম ভাঙল, একটা ছাগলও দেখতে পেল না। বাড়ি ফিরলে দিদিমা রেগে বলল, "অত কাঁচা সুপুরি না খেলে কেউ দেওদের দেখতে পায় না!"

নরবু মুখ থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাঁচা সুপুরি বের করে বলল, 'আমি রোজ দেখি আমার আলমনির থালাভরা আল আল ভাত, তাতে ঝাল-ঝাল টক-টক শুঁটকি মাছের চচ্চই। সুপুরি খেলেই দেখি।'

বাকিরা তখন কানে হাত দিয়ে বলল, 'বলিস নে, খিদে পায়।'

বড়ো লামা রেগে বলল, 'ওটা তোদের মনের খিদে। পেটের খিদে বড়ি খাইয়ে সারাতে পারি, মনের খিদে কী দিয়ে সারাতে হয় তা তো জানি না।'

এমনি সময় কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ, সাদা, লাল, কালো প্রজাপতি উড়ে এসে ওদের গায়ে মাথায়, ঝাউ গাছের কেঠো ডালে বসে সবটাকে রঙিন করে ফেলল। পাদ্রি বলল, 'ওরা যাচ্ছে পাহাড়ের নীচে গাছের পাতার তলার দিকে ডিম পাড়তে। সেখানে নিশ্চয় ফুল ফুটেছে! আমি এক বার ফুলের দেশে গেছিলাম, হিমালয়ের কোলের মধ্যে, সে কী সুন্দর জায়গা, যেন ফুলের গালচে পাতা। তার উপর হাজার হাজার প্রজাপতি বসেছিল, চলতে গেলে মাড়িয়ে দিতে হচ্ছিল। কেউ তাদের কখনো মারেনি, মানুষ এলে উড়ে যেতে হয়, তাও জানে না। চলো, অনেক দম নেওয়া হয়েছে! আজ রাতের মধ্যে বাতাস বাড়ি ধরতে হলে আর দেরি করা নয়।'

সোনাম বলল, 'বাতাস বাড়ি যদি শূন্যে ভাসে, তাহলে তাতে চড়ব কী করে?'

বড়ো লামা রেগে গেল। 'বলেছি-না, বেলুনে করে যাওয়া হবে। আজেবাজে জিনিস কেউ যদি কিছু এনে থাক, এইখানে ঝেড়ে ফেলো।'

ওরা বলল, 'বারোটা মুরগির ডিম ঝেড়ে ফেললে ভেঙে যাবে।'

—'তাহলে সিঁড়ির বাঁকে রেখে যাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

—'চিলে খেয়ে নেবে। ওদের মাকে চিলে মেরে ফেলেছে। তা ছাড়া মুরগির ডিম কিছু আজেবাজে জিনিস নয়। দরকারি জিনিসও নয় তেমন।'

তখন ওরা উঠে আরও খানিকটা সিঁড়ি ভাঙলে পর আরেকটা বাঁকে এসে বড়ো লামা বলল, 'আর তো পারিনে, একটু না বসলেই নয়, হাঁটুতে জং ধরে গেছে। তোরা অত খুর খুর করে সিঁড়ি ভাঙিস কী করে?'

ওরা বলল, 'আমরা যে কাঁচা সুপুরি খাই; উঠছি আর নামছি, টের পাই না। পাদ্রি বলে যে, পৃথিবী নাকি লাট্টুর মতো ঘোরে, তাই দিন-রাত হয়; তাও টের পাই। চলো চলো, বাতাস বাড়ি চলো।'

পাদ্রি সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'তোরা তো অনেক কথাই বলিস। আমি যখন ভূত গুম্ফায় এসে উঠলাম, তোরা বললি যে, ওখানে এক-শো বছর ধরে ভূতের বাসা, ওখানে থাকতে হয় না। আরও বললি যে, এক-শো বছর আগে পাহাড়ের ওপার থেকে দস্যুরা এসে লামাকে নিয়ে গেছিল, রুপোর বুদ্ধ নিয়ে গেছিল। রুপোর বুদ্ধ অমাবস্যার রাতে গালিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে বন্দুকের গুলি বানালে, সেই গুলিতে ভূত মরে। আমি তো এই এক বছরে একটা ভূতের টিকিও দেখতে পেলাম না। তবে টিনের খাবারদাবার যা এনেছিলাম সব শেষ, ছাগলটাও কোথাও পালিয়ে গেছে, অগত্যা তোদের সঙ্গে বাতাস বাড়ির খোঁজে না এসে করি কী? শুনেছি, নেপেন বলে একটা দুষ্টু লোক বাতাস বাড়িটাকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তারপর আর আমাকে পায় কে! এইখানে একটা ইস্কুল খুলে তোদের সব ক-টাকে লেখাপড়া না শিখিয়ে ছাড়ব না। মুখ্যুমি আর সয় না। ভাবছি, একটু সাবানও কিনব, মাঝে মাঝে চানটান করব। নইলে ভালো দেখাবে না।'

বড়ো লামা এসব কথা কাঠ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ সটাং হয়ে বসে বলল, 'তুমি একাই নেপেনকে খুঁজছ না কি?'

পাদ্রি হাসতে লাগল। 'আরে দুর দুর! তাই কখনো হয়। থুম্বার আশপাশের দশটা গ্রাম খালি খাঁ-খাঁ করছে। সবাই নেপেনকে খুঁজছে। কেউ কেউ গন্ধশোঁকা কুকুর কিনেছে। সে যাই হোক, তোমরা বাতাস বাড়ি যাবে শুনে না এসে করি কী? বলি, ও লামা, তুমিও কি তার খোঁজে আছ নাকি?'

বড়ো লামা সে-কথার উত্তর দেবার আগেই কাঠের সিঁড়ি ল্যাগব্যাগ করে উঠল; যে যা হাতের কাছে পেল খামচে ধরল। সবার মুখ সাদা। আকাশ থেকে সোনালি ইগল, কি মাটি থেকে হিমালয়ের ভাল্লুক উঠে এলেই তো হয়ে গেল। খালি বড়ো লামা কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'ও কিছু না; ধিঙ্গিপদ বেলুন আনতে নামছে।'

ধিঙ্গিপদ আসছে শুনে যে যার হাত-পা পেটে সেঁদোল। এদিকে সরু সিঁড়িতে জায়গা কোথায়, ধিঙ্গিপদ কি তবে গায়ের উপর দিয়ে গিরগিটি পা ফেলে ফেলে যাবে নাকি? গাছের গায়ের সঙ্গে যে যে পারে সিঁটিয়ে রইল।

ধিঙ্গিপদ সেই দিক দিয়েই নামল। সিঁড়ির রেলিঙের তলায় তলায় মোটা তার, তাই ধরে ঝুলে ঝুলে গাছের গায়ে পায়ের ঠেকা দিতে দিতে ধিঙ্গিপদ নেমে গেল, যেন একটা ঝড় নেমে গেল। সিঁড়ি কাঁপিয়ে, গাছ নাড়িয়ে, ছোটো ছোটো ডালপালা খসিয়ে, নিমেষের মধ্যে সে গাছতলায় পৌঁছে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

পাদ্রি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'উটিকে কোথায় পেলে? নেপেনের একটা কলের মানুষ ছিল, সে পারত না এমন কাজ ছিল না। পনেরোটা জোয়ান লোকের এক দিনের কাজ সে এক ঘণ্টায় সারত। সে লোকগুলো ছাঁটাই হয়ে গেল। কী তাদের রাগ! তাদের ভয়ে নেপেন কলের মানুষের দুটো-একটা স্ক্রু খুলে নিল, কলের মানুষ খানিকটা ঢিমে হল।'

পম্পা, ঠুলি, বাহাদুর, লম্বু ঠেলাঠেলি করে প্রায় পাদ্রির নোংরা কোলে চড়ে বসে বলল, 'বলো, বলো, তারপর?'

—'তারপর যা হবার তাই হল। কারখানার মানুষদের খুশি করতে গিয়ে, নেপেন কলের মানুষকে দিল বিগড়ে। সে যা খুশি তাই করতে শুরু করে দিল।' এই বলে পাদ্রি লামার দিকে এক বার আড়চোখে চাইল। লামা মুখ ফিরিয়ে নিল।

পাদ্রি বলল, 'সে একদিন গেছে। কারো মনে সুখ নেই। কলের মানুষই যদি সব কাজ করল তো কারখানার লোকদের চাকরি থাকে না, তারা খাবে কী?'

পদম বলল, 'কেন, মাটি কোপাবে, জল ঢালবে, বীজ পুঁতবে। এই বড়ো বড়ো আলু, কপি, গাজর, শালগম গজাবে, সবুজ ধান হবে। বুড়ো ঠাকুমারা ঢেঁকিতে কুটে লাল লাল গোল গোল চাল বানাবে। মনের সুখে সবাই খাবে।'

যেই-না বলা, অমনি সবাই মিলে সে কী হাঁউমাউ জুড়ে দিল, 'কত দিন গাজর, শালগম দেখিনি!'

তখন বড়ো লামা রেগে-মেগে এক ধমক দিল। 'চোপ! এক-শো বার বলিনি তোদের, সত্যিকার জিনিস থেকে নকল জিনিস শত গুণে ভালো? নকল জিনিস কখনো খারাপ হয় না, মরচে ধরে না, পোকায় কাটে না...।'

পাদ্রি অমনি তড়বড় করে বলল, 'সেবার শীতের শেষে আমরা সুটকেসে মোজা তুলে রাখলাম, তা আমার মায়ের উলের মোজা পোকায় কেটে ছারখার, আর আমার নাইলনের মোজা যেমন-কে তেমন, নতুনের মতন, তাই না লামা?'

বড়ো লামা হাঁড়িমুখ করে বলল, 'তোমাদের মোজার আমি কি ধার ধারি? শীত কালে আমার ভিতরে-লোম বাইরে-লোম তিব্বতি জুতোই যথেষ্ট। অন্য কথা বলো।'

পাদ্রি বলল, 'তবে কলের মানুষের কথা বলব? যত ভালো করে কলের মানুষ তৈরি করা যায়, তত বেশি পাজি হয়। ওই নেপেনের মানুষটাকেই ধরো-না। নাম ঊনপঞ্চাশ—'

নাম শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাদ্রি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তা অত হাসবার কী হল, বুঝলাম না। যা মুখ্যু তোরা সব। রামধনুর শিকড়ের কাছ থেকে সোনার ঘড়াটা না আনলেই নয় দেখছি। হুঁঃ।'

ওরা ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'থামছ কেন, পাদ্রি! আমরা আর হাসব না। বলো, তারপর কী হল?'

শুধু নরবু বলল, 'ছনপঁচাস কেন?'

পাদ্রি বলল, 'ঊনপঞ্চাশ একটা নম্বর। তার মানে, আগে আরও আটচল্লিশটা কলের মানুষ তৈরি হয়েছিল। সেগুলো তত ভালো হয়নি। তারপর ঊনপঞ্চাশ তৈরি হল। কী চেহারা, কী বুদ্ধি, কী কাজ!'

বড়ো লামা এতক্ষণে কথা বলল, 'তা হবে না কেন? কারিগর তার সব বুদ্ধি যে ওর পেটে পুরে দিয়েছিল। সেই ছোটোবেলা পণ্ডিতের টোলে শুভঙ্করী শেখা থেকে শুরু করে, তাল গাছের মাথায় চিলের ডাকে চমকে ওঠা, কিছুই বাদ রাখেনি। আর চেহারাটি বড়ো বড়ো শিল্পীদের ছবির নকল করা।'

www.pathagar.blogspot.com

পাদ্রি তাতে খুশি না হয়ে, নাক সিঁটকে বলল, 'হলে হবে কী? নেপেন তাকে সামলাতে পারল কই? বাতাস বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে সেই যে ভেগে পড়ল, আজ সাড়ে তিন বছরের মধ্যে কেউ কি তার টিকির ডগাটির খোঁজ পেল?'

ওদের মধ্যে বাহাদুর সবচেয়ে বড়ো, এক-শো অবধি গুনতে পর্যন্ত পারে। সে বলল, 'বাড়ি ভাগিয়েছে ঊনপঞ্চাশ, তবে নেপেন বেচারিকে খুঁজছে কেন? ঊনপঞ্চাশকে খোঁজো।'

পাদ্রি কাষ্ঠহাসি হাসল, 'আরে ঊনপঞ্চাশই-বা কী, আর নেপেনই কী? তারা কি আলাদা নাকি? ঊনপঞ্চাশের পেটে নেপেন যেটুকু বুদ্ধি পুরেছে, তার বেশি বুদ্ধি খাটাতে সে পারে নাকি?'

ঠুলি বলল, 'ঠিক ধিঙ্গিপদর মতো।'

পাদ্রি আঁতকে উঠল। অ্যাঁ, ওই যে হুড়মুড় করে নেমে গেল, ও-ও কি কলে চলে নাকি? দেখে তো মনে হল, ঠিক যেন চীনে ড্রাগনের ছানা। শুনেছি হিমালয়ের গিরিকন্দরে অমন অনেক পাওয়া যায়। আগুনে পোড়ে না, রোদ খেয়ে থাকে। বেজায় ভীষণ, ভয়ংকর! সেই কি তবে আমাদের সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে নাকি। মাই গড্!'

বড়ো লামা কাষ্ঠহেসে বলল, 'তোমার সাহস দেখে অবাক হলাম, সায়েব। তুমি কি ভেবেছ তোমাদের নেপেন ছাড়া কেউ কলের জানোয়ার তৈরি করতে পারে না?'

পাদ্রি ইদিক-উদিক তাকিয়ে বলল, 'ইয়ে কী বলে, নামবার সময়ও কি এই সিঁড়ি বেয়েই নামতে হবে নাকি? বেলুনে চেপে অন্য জায়গায় গিয়ে নামলে হয় না?'

বড়ো লামা বলল, 'নামবেটা কোথায়? তা যেখানেই নাম-না কেন, ধিঙ্গিপদই বেলুন চালাবে।'

তাই শুনে পাদ্রি অ্যাঁক করে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় আর কী! বাকিরা তাকে ছাড়বে কেন? 'বলো পাদ্রি, বলো, তারপর নেপেনের কী হল?'

দু-ঠ্যাং দিয়ে ভালো করে রেলিং লটকে বসে পাদ্রি বলল, 'কম পাজি ছিল নাকি ওই ঊনপঞ্চাশ। বেশি কথা বললে কাজ খারাপ হয় বলে কথা বলার যন্ত্র ছিল না ওর, কিন্তু কেউ কিছু বললে চোখ দিয়ে এমন বেয়াদবি করত যে, যে দেখত, তার হাড়-পিত্তি জ্বলে যেত। তার উপর কান নেড়ে, নাকের ফুটো বড়ো করে, জিব বের করে সে যা ভ্যাংচাত!'

ফিক করে একটু হেসে বড়ো লামা বলল, 'কিন্তু কেমন কাজ করত তাই বলো!'

—'উঃফ্, সে আর বলতে! সে এক বিশ্রী ব্যাপার। সব হিসাব ঠিক, সব জিনিস যেখানকার যেমন, যা যখন করার সব ঠিকঠাক। তবে হ্যাঁ, একটি গলদ ছিল। চুপ করে বসে থাকতে পারত না। হয়তো পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতির মধ্যে কেমন একটা তেজ তৈরি হত, সেটা ঠিক ছাড়া না পাওয়াতে, ঊনপঞ্চাশ অষ্টপ্রহর কিলবিল, চিড়বিড়, নিশপিশ করত। যেন যতটা কাজ দেওয়া হচ্ছে, তাতে ওর সব ক্ষমতা খরচ হচ্ছে না। অথচ নেপেনকে কিছু বলার যো ছিল না। শেষটা যদি রেগে-মেগে চলে যায়, ওই ঊনপঞ্চাকে সামলাবেটা কে? এদিকে বড়ো সাহেবের বড়ো ভয়, দিনে দিনে যে-রকম দক্ষতা বাড়ছে ঊনপঞ্চাশের, শেষটা না কোন দিন ওঁকেই— সে যাক গে। নেপেন ওকে স্রেফ কিচ্ছু বলত না। তাইতেই ওর কাল হল।'

বড়ো লামা বলল, 'কার কাল হল?'

—'ঊনপঞ্চাশ ছাড়া আর কার, তার মানে নেপেনেরও।' আরও কী বলতে যাচ্ছিল পাদ্রি, এমন সময় সমস্ত গাছপালা, সিঁড়ি, মাচা কাঁপিয়ে, বগলে করে গোছা গোছা রঙিন কাগজের বান্ডিল নিয়ে, সামনের দু-হাত দিয়ে তার বেয়ে ধিঙ্গিপদ ওদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

বড়ো লামাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কাঞ্চি কিছুতেই উঠবে না, 'বড্ড খেতে ইচ্ছে হচ্ছে লামা।'

বড়ো লামা চটে কাঁই। 'বাড়ি খেয়েছিলাম-না? বারো ঘণ্টার মধ্যে খিদে পেতে পারে না।'

কাঞ্চি, ঠুলি, পম্পা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'খিদে না, খিদে না, বড়ো লামা। খেতে ইচ্ছে অন্য জিনিস। ভাগ করব, মাখব, বাছব, চিবুব, গিলব, ফেলব, তবে-না মজা! কত দিন কিছুতে নুন মাখিনি, লামা।'

লামা বলল, 'সেই তো মুশকিল রে, কলের কাজে ভুল হয় না, বাদ পড়ে না; নকল জিনিসে হাত নোংরা হয় না। নে ওঠ, রোদ খা, চুলের গোড়া দিয়ে রোদ গিলে ফেল। চল্ বেলা বাড়ছে।'

শেষপর্যন্ত সত্যিই উঠল ওরা। আরও অনেক ধাপ চড়ল, সিঁড়ির আরেকটা বাঁকে পৌঁছুল। বড়ো লামা জিজ্ঞেস করল, 'নেপেন ধরা পড়লে তার হবেটা কী?'

পাদ্রি বলল, 'কড়া সাজা হবে।'

—'কেন তার দোষটা কী যে, কড়া সাজা হবে? বানাক তো কেউ ওইরকম আর একটা কলের মানুষ, বাতাস বাড়ি!'

পাদ্রির হাঁপ ধরছিল, পাহাড় চড়ায় তার খুব অভ্যাস ছিল না, সে বলল, 'বাঃ বাঃ, বেশ বললে! ওসব তৈরি করার খরচ যারা জুগিয়েছিল, তারা ছাড়বে কেন? ঊনপঞ্চাশকে নিয়ে মায় বাতাস বাড়ি নিয়ে কেটে পড়লেই হল আর কী! দেখোই-না, ধরা পড়লে বাছাধনের কী হাল হয়! ইস, আমি যদি ধরিয়ে দিতে পারি তো পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে ভূত-গুস্ফাটাকে কিনে ফেলি!'

বড়ো লামা হাসল, 'ফাটক ভেঙে বেরিয়ে আসতে ঊনপঞ্চাশের খুব বেশি সময় লাগবে না। ওর পেটে— 'ওই বলে বড়ো লামা মুখে কুলুপ আঁটল।

বড়ো লামা উঠে পড়ে এক ধাপ দু-ধাপ চড়ে, আর একটু করে থেমে পাদ্রির দিকে তাকায়। তারপর বলল, 'মালমশলা দিয়েছিল না আরও কিছু, বলি রোদ দিয়েছিল? বুদ্ধি দিয়েছিল? বাতাস বাড়ির গা পোড়ে না, রোদে গরম হয় না, এমনি হালকা যে বাতাসে ভেসে থাকে। যেখানে বাতাস নেই অত উপরে ওঠে না বাতাস বাড়ি। কেমন দিব্যি আলো-হাওয়ায়-ভরা বড়ো বড়ো কামরাগুলো, ঠান্ডাও নয় গরমও নয়, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। তেল লাগে না, কয়লা লাগে না, বিজলি লাগে না। মাথার উপরে রোদ ধরবার কল বসানো, তার তেজেই কাজ হয়। দিনে রাতে রেডিয়ো শোনা যায়। বলি ও পাদ্রি, জলে ভেজে না, রোদে পোড়ে না, হিমে জমে যায় না, সেই বাতাস বাড়ি যা দিয়ে তৈরি, সে কি তোমার থুম্বার লোকরা জুগিয়েছিল না কি?'

পাদ্রি, বিরক্ত হয়ে বলল, 'জিনিস তৈরি করতে যে সব উপকরণ লেগেছিল, সেগুলো থুম্বার লোকদের বই কী?

বড়ো লামা এমনি অবাক হয়ে গেল যে, ধপ করে কেঠো ধাপের সরু জায়গায় বসে পড়ল। রেগে-মেগে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটা শব্দ হল— ঠুক-ঠুক-ঠং। লাল ঘাড়, ঝুঁটিমাথা, পাটকিলে রঙের এক কাঠঠোকরা গাছের গায়ে কাজ থামিয়ে, অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল। বড়ো লামা উঠে পড়ে বলল, 'আরেক বাঁক ওঠা যাক। কারো কাজের সময় হল্লা করতে হয় না। বলি ও পাদ্রি, ওই পাখির ঠোঁটের জোর জোগাল কে? মাথায় কে বুদ্ধি দিল?'

পাদ্রি বলল, 'বনের দেবতা ছাড়' আবার কে? ওরে তোরা সেই গানটা কর দিকি, এ জায়গাটা গির্জা হয়ে থাক। বড়ো লামা বড়ো বেশি কথা বলে।'

ওরা বারো জন অমনি উঠে দাঁড়িয়ে, যে-যার জামার হাতায় নাক মুছে গান ধরল—

www.boiRboi.blogspot.com

'বনদেবতা নড়েচড়ে,
শুকনো পাতা ঝরে পড়ে।
কচি পাতায় কলি ধরায়,
গুটি ভরায়, আঠা ঝরায়।'

গান শুনে শিউরে উঠে কানে হাত দিয়ে বড়ো লামা বলল, 'থাম, থাম। আমিও তাই বলছিলাম, মাটির নীচে জিনিস থাকে, বাতাসে জিনিস উড়ে বেড়ায়, জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায়, বনের গাছের ডালে গজায়, সেসব জিনিস কি থুম্বার লোকদের, নাকি তোমার, নাকি আমার? তুমিও বড়ো বেশি কথা বল, পাদ্রি। গানটাও খুব বাজে। ও-রকম নাকিসুরে আবার গান গায় নাকি?'

জ্যেঠি, ঠুলি, পম্পা, কাঞ্চি বেজায় রেগে গেল। 'ইয়ে, আমাদের নাকে সর্দি, তাই নাকিসুরে গাইব না তো কী করব? ভালো করে খেতে পেলে পাখির মতো গলা বেরুবে।'

বড়ো লামা বলল, 'তোদের কি খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই? আর কি অন্য কিছুর তোদের দরকার নেই?'

বাহাদুর বলল, 'ছোটো ভাইয়ের এক জোড়া জুতোর দরকার।'

ঠুলি বলল, 'পম্পাকে তার নতুন মা ঘরে শুতে দেয় না, ছাগলদের সঙ্গে ছাউনিতে শোয়। যদিও ছাগলরা খুব গরম, তবুও ওর একটা কম্বল দরকার।'

নরবু বলল, 'আমার দাদুর কোট ছিঁড়ে গেছে।'

শুনে বড়ো লামা তো অবাক। 'বলি, কী খাবি, কী পরবি, কোথায় শুবি, এ ছাড়া কি তোদের মুখে কথা নেই? ওসব কি আবার একটা দরকার না কি?'

পাদ্রি নরম গলায় বলল, 'আহা, পেটে খেলে পিঠে সয়। আগে ওসব দরকার মেটাও, তারপর নাহয় কানের মধ্যে অচেনা গান শুনবে।'

বড়ো লামা এমনি আঁতকে উঠল যে, ওরা তিন-চার জনে সড়সড় করে পিছলে তিন-চার ধাপ নেমে গেল। অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ। বড়ো লামা ভারি বেজার হয়ে উঠল, 'আহা হা, লাগল না কি? এক্ষুনি সেরে যাবে। আমার ওই পাকা বড়ি খেলে কারো কাটা ছেঁড়া ঘা পাকবার জো নেই, অসুখ করার উপায় নেই, পেট কামড়াবে না, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠবে না, খিদে মিটে যাবে।'

যেই-না শোনা, ওরা সব ডুকরে কেঁদে উঠল, 'আমরা খিদে চাই, পেট কামড়ানি চাই, গলায় মাছের কাঁটা ফোটা চাই!'

বড়ো লামা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে চুপ চুপ, একবার বাতাস বাড়িতে পৌঁছোলে পর, সব হবে।'

পম্পা বলল, 'মামণিকে দেখব?'

—'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর মামণি তোদের মূলোর ঘণ্ট, কাঁচা আলুবোখরার অম্বল আর ভুনিখিচুড়ি রেঁধে দেবে। তাই তো তোদের বগলে পোঁটলা দিয়েছি, ওর মধ্যে মুলো-টুলো আছে। এখন চুপ কর দিকিনি।'

পাদ্রি কেমন চুপ করেছিল। হঠাৎ বলল, 'দ্যাখ! দ্যাখ!'

ওরা চেয়ে দেখে, আকাশের তিন দিকে বরফের পাহাড় ঘিরে এসেছে। তাতে রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। আর অনেক নীচে খাদের মধ্যে একটু মেঘ, একটু কুয়াশা। তার ওপর বাঁকা হয়ে ছোটো ছোটো রামধনু। সবার দম বন্ধ হয়ে উঠল। 'তাহলে ওতে কী করে চড়বে? ও যে অনেক নীচে মনে হচ্ছে। ও লামা, কী হবে, রামধনুক যে পেরিয়ে এলাম?'

www.boiRboi.blogspot.com

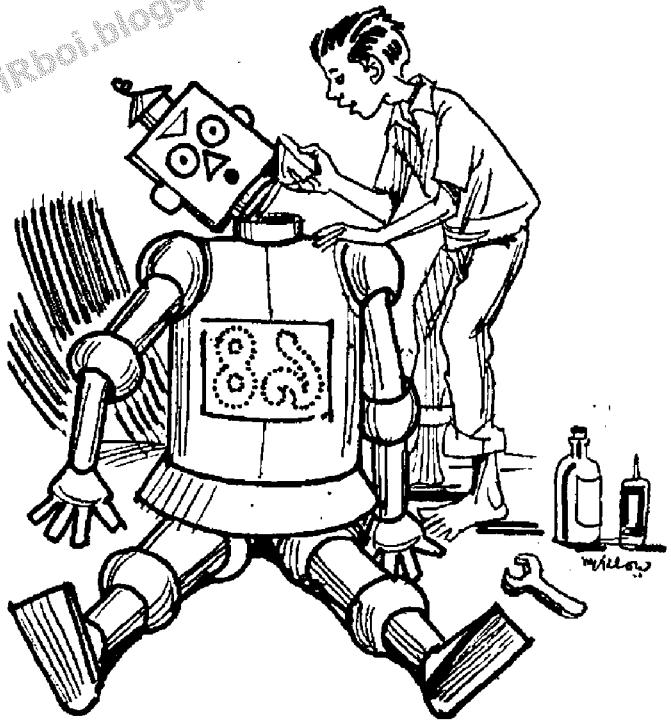

পাদ্রি বলল, 'চুপ। লামা আমাদের রোদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠাবে, তাও জানিস না? বলি ও লামা, নেপেনের সঙ্গে যদি চেনা হয়ে থাকে তো বলে ফেলো? দু-জনে মিলে তাকে ধরতে পারলে নাহয় টাকাটা ভাগ করে নেওয়া যাবে।'

বড়ো লামা বলল, 'তুমি নেপেনকে চিনতে পারবে? উনপঞ্চাশকে দেখেছ? ধরবে কী করে?'

পাদ্রি বলল, 'অতশত আমি কী করে জানব? আমি কি এখানকার লোক? তোমাদের ভাষা শিখতেই আমার সাড়ে পাঁচ বছর লেগেছিল, তা জানো? মাগো, কি বিশ্রী ভাষা! লিখতে তো আজ অবধি পারি না। কোনোদিনও পারব না।'

বড়ো লামা হাসল, 'অতই যদি বিশ্রী হয় তো যাও-না ফিরে নিজের দেশে!'

পাদ্রি সিঁড়ি উঠতে উঠতে আবার বসল। 'যাই কী করে? জানো, সেখানে সবাই দিনে তিন বেলা পেট পুরে খায়। গরম মোজা পায়ে, গরম জামা গায়ে দেয়। শীত কালে কানঢাকা টুপি পরে। কল থেকে ফুটন্ত জল বেরোয়, তাতে রোজ চান করে। রোজ কাপড়-জামা ছাড়ে। অসুখ করলে বিছানায় শুয়ে থাকে, ওষুধ খায় পর্যন্ত। সেখানে কি টেকা যায়? এই জামা-পাজামা আমি তিন মাসে এক বারও ছাড়িনি। চলো, বেলুন তৈরি।'

খানিকটা ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধমাখা কুয়াশা কোথা থেকে আস্তে আস্তে উড়ে এসে ওদের মুড়ে ফেলল। কেমন যেন অনেককালের অনেক রান্নাঘরের অনেক উনুনের কাঁচা কাঠের আঁচের কথা ওদের মনে পড়ে গেল। বাহাদুর গা-ঝাড়া দিয়ে বলল, 'তাহলে বাতাস বাড়ি কার বাড়ি? বানাল কে?'

www.boiRboi.blogspot.com

পাদ্রি কাষ্ঠ হাসল। 'মোট কথা, যে বানাল তার বাড়ি নয়, তা সে যাই মনে করুক-না কেন। শোন তবে। তোদের এখানে পাহাড়ের ন্যাড়া গা, খাবার নেই, জল নেই। কিন্তু পাহাড়ের নীচে আরও খারাপ। খাবার আর জল তো নেই-ই, থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। গিজগিজ করছে লোক। রোজ রোজ আরও আসছে, আরও ভিড় বাড়ছে। জায়গা ধরছে না। বুঝবি নে তো, এখানে তোরা বেশ আছিস। বাতাস বাড়িতে যাবার তোদের কী দরকার, বুঝলাম না। নীচে দিন দিন লোক বাড়বে, তারপর একদিন এমনি হবে যে, লোকদের খাবার শস্য খেত আর থাকবার বাড়ি তৈরি করার জন্য এক ফালি জায়গাও বাকি থাকবে না। তা ছাড়া মাটির নীচের তেল, কয়লা ফুরুবে, মাটির ওপরের কাঠ পুড়ে সব খাক হবে। সরকার গাছ কাটা বন্ধ করে দেবে। সব গাছ কেটে ফেললে বৃষ্টি বন্ধ হয়, ধান-চাল তখন হবে কোত্থেকে?'

বাহাদুর অমনি কোত্থেকে একটা লিকলিকে সরু বাঁশ বের করল। পাকিয়ে এতটুকু করে রেখেছে; মুখটা ছুঁচালো।

—'কী হবে ওটা দিয়ে?'

—'কেন, বেলুন থেকে হাত বাড়িয়ে আকাশ ফুটো করে দেব। অমনি তারপর জল হুড়হুড় করে নীচে পড়বে। পাহাড়ের গা ভিজে সপসপ করবে, গাছপালা সবুজ হবে, আবার উনুনে হাঁড়ি বসবে!' তাই শুনে ওদের মন হু-হু করে উঠল আর সে কী চ্যাঁ-ভ্যাঁ!

বড়ো লামা চোখ পাকাল। 'চোপ! বলেছি তো তেল-কয়লা ফুরুলেই সূয্যির তেজ ধরে দেব। ধান-চাল না হলে বড়ি খাইয়ে খিদে মেটাব। জায়গায় না কুলোলে শূন্যে হাজার হাজার বাতাস বাড়ি ঝুলিয়ে দেব। চাস তো তাতে রং-বেরঙের চীনেলণ্ঠনও ঝুলিয়ে দেব। লাল নীল বেলুন চেপে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাবি আর আসবি। আবার কী চাস?'

এমনি সময় ওপর থেকে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল। বড়ো লামা লাফিয়ে উঠল, 'চল চল, লাটফর্মে বেলুন লেগেছে। বাতাস বাড়ি খুঁজবি চল।'

অমনি সব হাঁউমাউ থেমে গেল, ওরা সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'বাতাস বাড়িটা হারাল কী করে, তা তো বললে না, লামা।'

শুনে পাদ্রির সে কী হাসি! 'বাতাস বাড়ির হারানোর কথা ওকে কেন; আমাকে জিজ্ঞেস করো। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার তবে শোনো।'

পাদ্রি এক ধাপ এক ধাপ করে উঠতে উঠতে বলল, 'নেপেলের বাতাস বাড়ি! হুঁ! শুনলেও হাসি পায়! ও বাড়ির বানানো নেপেলের চোদ্দো পুরুষের কম্ম নয়। যে বানিয়েছিল সে একজন ফেরারি আসামি, তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল। ধরতে পারলে হত তার কম্ম সারা।'

ছেলে-মেয়েরা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'অ্যাঁ! ধরল নাকি তাকে?'

পাদ্রি হাসল। 'ধরা অত সহজ কি না! সে বাতাস বাড়ি বানাল, ঊনপঞ্চাশকে তৈরি করল, তাকে ধর বললেই ধরা যায় বুঝি! সে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল!'

লম্বু জিজ্ঞেস করল, 'হুলিয়া কেন? হুলিয়া দিয়ে তো গোরু ধরে। ওই লোকটাকে ধরবে কেন?'

—'আহা, ওটুকুও করবে না? আরে ও যে কারখানার মালিকের নাম জাল করে দশ হাজার টাকা তুলেছিল!'

ওদের সবার চক্ষুস্থির। 'ইস্ কী খারাপ!'

www.boiRboi.blogspot.com

পাদ্রি গেল চটে। 'খারাপ হলটা কোথায় শুনি? সূর্যশক্তি নিয়ে গবেষণা করতে হলে টাকা লাগে না? তা সে পাবেটা কোথায় শুনি? ওর বাবা তো ছাপাখানার প্রুফ দেখত। পঁচাত্তর টাকা মাইনে পেত। তা সে ছিল বেজায় কুঁড়ে। ছাপাখানায় ভারী ভারী অঙ্কের বই ছাপা হত, বুড়ো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝত না। দেখতে গেলে হাই উঠত, ইতি-উতি গুলিয়ে যেত। দুলে ব্যাটা ছিল বেজায় চালাক। সেই সব কাজ করে দিত। প্রুফ দেখত আর একটু একটু করে সব শিখে ফেলত। ওইসব অঙ্ক দিয়েই যন্ত্রের সাহায্যে বড়ো বড়ো কোম্পানির হিসেব কষা হয়। দুলে ব্যাটা দশ বছরে সব শিখে-টিখে সারা! তারপর সে কারখানায় চাকরি নিল।'

পাদ্রি থেমে একবার লামার দিকে তাকাল। লামা বলল, 'হুঁ!'

পদম বলল, 'কারখানায় কী হত, পাদ্রি?'

ঠুলি বলল, 'কী আবার হবে? বোতলে সোটা ভরা হত নিশ্চয়!'

পাদ্রি বলল, 'তোরা তো আচ্ছা মুখ্যু দেখি! বোতলে সোটা ভরবে কেন? হিসেব করার যন্ত্র হত। তাকে বলে কম্পিউটার। তার খোপের মধ্যে অঙ্ক পুরে দিয়ে, কল টিপলেই তার ঠিক ঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে। কষ্ট করে কাউকে কষতে হয় না, ভুলও হয় না।'

ওরা তো অবাক। বাহাদুর বলল, 'সব অঙ্ক? নামতা, গুণ, ভাগও?'

—'সব সব। তারপর শোন কী হল। দুলে সেই যন্ত্রের স্ক্রু আঁটার, তেল ঢালার কাজ করত। আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে-শুনে সব শিখে ফেলত। কোথায় ঘাটতি, কোথায় গলদ, কিছুই ওর চোখ এড়িয়ে যেত না। অথচ কারিগরদের কিছু বলতে গেলে তারা তেড়িয়া হয়ে উঠত।

'দুলে ভাবত, কিছু টাকা পেলে এমনি সব যন্ত্র বানাই, যাতে করে পৃথিবীর সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়!

'সূর্য ডোবার সময় দুলে কারখানার দোরে তালা আটকে সিঁড়িতে বসে আকাশে রঙের খেলা দেখত। প্রথমে বেগনি, নীল, সোনালি, তারপর তাতে লালচে রং ধরত, বেগনি হত ছাই। তারপর লাল যেত মিলিয়ে, তখন আকাশ জুড়ে ফিকে ধূসর রং।

'মালিকের বইয়ের ঘর ঝাড়ে দুলে। ঝাড়তে ঝাড়তে সূর্যশক্তির কথা পড়ে নিত। খালি ভাবত, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, রোজ শুধু আকাশের রং বদলিয়ে, তারপর সূর্যশক্তি যায় কোথায়? বইতে আছে, শক্তি কখনো ফুরিয়ে যায় না। কেবলি বদলায়, কেবলি অন্য চেহারা নেয়, শেষ হয় না। ওগুলোকে ধরে কাজে লাগালে কী ভালোই-না হত!'

ছেলে-মেয়েগুলো পাদ্রির কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না। কাঞ্চি ভারিক্কে চালে বলল, 'কাদের ধরবে? সূর্যের রথ-টানা সাত ঘোড়াকে না কি?'

পাদ্রি লামাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী বলো, লামা?'

লামা ভাঙা গলায় ধমক দিল, 'তুমি বড়ো বেশি কথা বল, পাদ্রি!'

পাদ্রি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সে যাই হোক, মালিকের নাম জাল করে টাকা তুলে দুলে গায়েব হল।'

কাঞ্চি বলল, 'কী করে নাম জাল করল? ওর হাতের লেখা কি মালিকের মতোই ছিল?'

—'আহা! বলছি-না, সে কম্পিউটারের কাজ করত। কম্পিউটার এমনি ভালো যন্ত্র যে, তাকে যা শেখানো যাই তাই করে। তোদের মতো নয়। সে এমনি খাসা নাম জাল করে দিল যে, দুলের চোদ্দো পুরুষের সাধ্যি ছিল না।'

শুনে ওরা সত্যি অবাক হয়ে গেল, 'অ্যাঁ! দুলের চোদ্দো পুরুষও বেঁচে ছিল নাকি!'

www.boiRboi.blogspot.com

পাদ্রি ভারি বিরক্ত হল, পদম তাড়াতাড়ি কথা ঘুরোবার জন্য বলল, 'কম্পিউটারটা কীরকম দেখতে ছিল?'

—'কেমন আবার দেখতে হবে? একটা যন্ত্র— মানুষের মতো। ওপরে একটা ছোটো ইস্টিলের বাক্স, সেটা মাথা। তাতে কাচের লেন্স, সেগুলো চোখ। একটা খাঁজ কাটা, সেটা মুখ। প্রশ্নের উত্তর বেরুবার সময় মুখটা হাঁ হয়ে যায়, জিবটা বেরিয়ে আসে আর তার ওপর থাকে ছোটো একটা চিরকুটে ছাপার হরফে লেখা উত্তরটি। বলেছি-না খাসা জিনিস! মাথার নীচে চ্যাপটা চারকোনা ধড়, যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। দু-পাশে দুটো ইস্টিলের হাত, দিব্যি গাঁটগোঁট আঙুল দেওয়া, তাই দিয়ে কত কাজ করতে পারে। নীচে দুটো ওইরকম ঠ্যাং, তবে চলতে-টলতে পারে না।'

বাহাদুর জিজ্ঞেস করল, 'কেন চলতে পারে না?'

—'আহা! তাহলে পালিয়ে যাবে না? সারা দিন অঙ্ক কষতে কি খুব ভালো লাগে?'

—'কান আছে? শুনতে পায়?'

—'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, না শুনলে উত্তর দেবে কী করে।— এবার শোন তো। বোঝায় যাচ্ছে, দুলের চেয়েও ঢের ভালো করে কম্পিউটার নাম জাল করেছিল। আরে, দুলের হাতের লেখা তো দুলে ছাড়া আর কেউ পড়তেই পারে না। দুলে নিজেই সবসময় পারে না। তাই নিয়ে পরে ভোগান্তির একশেষ হয়েছিল। আঁকড়ি-বুঁকড়ি দেওয়া দুলের নোট বইয়ের কেউ মাথামুণ্ডু বোঝেনি। সে যাক গে। দুলের ওই বিকট চেহারার কম্পিউটার পছন্দও হত না। তা ছাড়া তার নিজের একটা বিশেষরকম যন্ত্র তৈরি করা চাই, তার জন্য টাকার দরকার ছিল।'

ঠুলি বলল, 'ইস, বেচারা! তা আমাদেরও তো টাকার দরকার। টাকা পেলে আমরা দুধ কিনে, চিনি কিনে, চুমুক দিয়ে খাই।'

www.boiRboi.blogspot.com

বাকিরা দু-কানে হাত দিল, 'বলিস নে, বলিস নে, লোভ লাগে।'

পাদ্রি বলল, 'তাহলে ওই করো, দুলের গল্প থাক!'

—'না না, বলো, বলো!'

ততক্ষণে ওরা অনেকগুলো ধাপ উঠে পড়েছে। মাথার ওপর লাটফর্ম দেখা যাচ্ছে। পাদ্রি বলল, 'ছদ্মবেশ ধরে দুলে নেপেনের বাড়িতে রান্নার কাজ নিল! কী খারাপ রাঁধত, সে আর কী বলব! মুখে দেয় সাধ্যি কার!'

বড়ো লামা ফিক করে হেসে বলল, 'ব্যাটাকে মেরে তাড়িয়ে দিত না কেন?'

পাদ্রি তো অবাক! 'ওমা, তাড়াবে আবার কী! নেপেন তো সবে পাশ দিয়ে থুম্বার বাতাসি কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিল। সে জানতই-বা কী আর বুঝতই-বা কী! দুলে নিত্য নতুন যন্তর বানাত, নেপেন সেগুলোকে নিজের বলে চালাত আর নাম কিনত আর মাইনে বাড়ত। শেষপর্যন্ত আর সইতে না পেরে নেপেনই রাঁধা-বাড়া করা ধরল, আর দুলে খাবার বড়ি বানাল, ঊনপঞ্চাশ-এর নকশা বানাল, বাতাস বাড়ির নকশা বানাল। যখন চোরাই পয়সাকড়ি গেল ফুরিয়ে, নেপেন ওকে কোম্পানির টাকা বের করে দিত। নকশা দেখে ঊনপঞ্চাশ তৈরি হল, বাতাস বাড়ি তৈরি হল। দুলের সাধ মিটল!'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী! নেপেনের রান্নাঘরের উনুনে সূর্যশক্তি দিয়ে কীসব জিনিস দুলে তৈরি করত, সে যদি তোরা দেখতিস! সে একবার চোখে দেখলেও তোদের সব দুঃখ ঘুচে যেত। সে জিনিস পোড়ে না, ছেঁড়ে না, ইচ্ছেমতো রং বদলায়, বাড়ে-কমে।' দুলে বলত, 'এবার পৃথিবীর সব দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে দেব, নেপেন।'

—'কিন্তু তত দিনে দু-বেলা নিজের মাইনেকরা চাকরের জন্য রেঁধে রেঁধে নেপেনের মেজাজ গেছিল খিঁচড়ে। জিনিসপত্রগুলো তৈরি হয়ে গেছে, দুলের নোটবইতে প্রস্তুতপ্রণালী লেখা আছে, এবার দুলেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে নেপেন বাঁচে! সবাই জানে ঊনপঞ্চাশ, বাতাস বাড়ি, সব নেপেনের হাতেই তৈরি, দুলে ওর ওয়ার্থলেস মশালচি।'

বড়ো লামা আবার বলল, 'ফেলল না কেন ঝেড়ে! ল্যাঠা চুকে যেত?'

পাদ্রি রেগে গেল। 'বললেই তো আর হল না! দেবে কী করে? বাতাস বাড়িকে কী করে এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাই কেউ জানে না। সে বিদ্যে ঊনপঞ্চাশকে শেখানো হলে তবু নাহয় হত। এদিকে অমন ভালো যে ঊনপঞ্চাশ, সে কেমন বিগড়ে গেছে। আসলে অমন ত্যাঁদড় একটা কলের মানুষ ভূ-ভারতে ছিল না। এক দুলে ছাড়া কেউ তাকে সামলাতে পারত না।

'বাতাস বাড়ি শূন্যে ঝুলে থাকত, তার নোঙর ধরে নীচে ঊনপঞ্চাশ দাঁড়িয়ে থাকত। সে নোঙরের দড়িগাছি পর্যন্ত কেউ চোখে দেখতে পেত না। ছিঁড়ে গেলেই তো হয়ে গেল, অমনি বাতাস বাড়ি ভেসে যাবে। অদৃশ্য দড়িগাছা তলা দিয়ে ঝুলে আছে, কেউ দেখতেও পেত না!'

—'কোথায় যাবে?'

পাদ্রি হাসল, 'সেও এক মজার ব্যাপার। নাকি ভাসতে ভাসতে এসে সব চাইতে উঁচু পাহাড়ে ঠেকবে! এমনি তো নেপেনকে বলত দুলে, আর খুব হাসত; ঠাট্টা কি না কে জানে! তা সে বাতাস বাড়ি, তার রূপ দেখেই সবাই থ! রং হল ফিকে নীল, আকাশে নীলের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে! আসবাব হল নীচু নীচু, কাগজের মতো হালকা পাতলা। ভাঁড়ারভরা খাবার বড়ি। জল তৈরির কল হল। বাড়ির মাথায় সূর্যশক্তির যন্ত্র, তাই দিয়ে বাড়ি আলো হয়, নড়েচড়ে। বাড়ির নীচে ছোটো একটা

www.boiRboi.blogspot.com

গোল চাকতি, নীচে দাঁড়ানো ঊনপঞ্চাশ-এর মাথায় ঠিক তেমনি একটা গোল চাকতি। বাড়ির নীচে ঊনপঞ্চাশ দাঁড়ালেই দুই চাকতি থেকে মিহি একটা গুঞ্জন ওঠে। সবাই বলে— নেপেনের বাতাস বাড়ি ঠিক আছে। এক বিঘত জমি লাগল না, একখানি ইট লাগল না, একটা মজুরি করার লোক লাগল না। কতকগুলো অঙ্ক আর কীসের গুঁড়ো দিয়ে, যন্তর-মানুষ কেমন দিব্যি বাতাস বাড়ি বানিয়ে ফেলল। ধন্যি নেপেন সাঙ্ঘেল।

—'সবই ছিল ভালো। এমনি সময় দুলে তার বউ-ছেলেকে এনে বাতাস বাড়িতে বসাল। নেপেন দেখলে যে, সব্বনাশ, এবার হয়তো দুরে তার ছেলেকে সব শিখিয়ে দেবে, তাহলে নেপেন দাঁড়াবে কোথায়? এমনিতেই তো আজকাল নেপেন যদি বাতাস বাড়িতে ওঠার নাইলনের সিঁড়িতে পা দিতে যায়, দুলে অমনি বলে— উঠেছ কী, এই রইল, আমি চললাম।'

বড়ো লামা এই অবধি শুনে বলল, 'বাঃ, বাঃ, বেশ গল্প ফাঁদলে পাদ্রি, বলি এত কথা জানলে কী করে?'

পাদ্রি হাসল, 'তা জানব না, লামা? আমি যে পাশকরা গোয়েন্দা! আমার সব জায়গায় চোখ-কান। তবে একবার বাতাস বাড়িটা খুঁজে দিতে পারলেই, পাঁচ হাজার টাকা পাব। ব্যস, গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়ে, ভূত-গুম্ফাটা কিনে ফেলে একটা টোল বসাব। এগুলো বড়ো মুখ্যু!'

তাই শুনে মুখ্যুগুলো মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল, 'হোক মুখ্যু, বলো তারপর কী হল, শেষটা লাটফর্মে একবার উঠে পড়লে হয়তো আর সময় হবে না।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পাদ্রি বলল, 'তারপর ঊনপঞ্চাশ গেল বিগড়ে। দুলেকেও মানতে চায় না। বাতাস বাড়ির তলা থেকে মাঝে মাঝে সরে যায়। বাতাস বাড়ি পাখির মতো ধড়ফড় করে। দুলে আবার তাই দেখে হাসে। নেপেন রেগে-মেগে ঊনপঞ্চাশকে ঠেলে ঠিক জায়গাটিতে আনবার চেষ্টা করলে ওকে খিমচে দেয়, পা মাড়িয়ে দেয়, ঠেলে ফেলে দেয়।'

—'তারপর?'

—'তারপর সেই সর্বনাশের দিনটি এল। ঊনপঞ্চাশ-এর সঙ্গে দুলের মারামারি হল। ঊনপঞ্চাশ দিল দুলেকে টেনে এক ঘুসি। ঘুসি খেয়ে দুলে তক্ষুনি হাত-পা এলিয়ে মুচ্ছো গেল। নেপেন ছুটে এল, তারপর জল রে, হাতপাখা রে। অনেক কষ্টে দুলে যখন চোখ মেলে চাইল, ততক্ষণে ঊনপঞ্চাশ হাওয়া হয়ে গেছে, মাথার ওপর থেকে বাতাস বাড়িও দুলের বউ, ছেলে, পোষা বিল্লি আর মুনিয়া পাখি নিয়ে কোথায় ভেসে গেছে। সেই ইস্তক আজ পর্যন্ত তাদের কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি।'

পাদ্রি থামলে ওরা বলল, 'তারপর? তারপর?

—'তারপর নেপেন ভাবল, যা হবার তা হয়ে গেছে, ঊনপঞ্চাশ গেছে, বাতাস বাড়ি গেছে, কিন্তু দুলে তো আছে। তাকে দিয়ে আবার ওসব বানানো যাবে, নাহয় আরও কিছুদিন দেরি হবে। দুলের নামে হুলিয়া আছে, সে নেপেনকে ছেড়ে যাবে কোথায়, অমনি নেপেন তাকে ধরিয়ে দেবে-না বুঝি?'

—'সে-রাত্রে দুলেকে ধরাধরি করে নেপেনের ঘরে শোয়ানো হল। নেপেন বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে বিছানা পাতল। ভোরবেলা গায়ে ঠান্ডা হাওয়া লাগাতে উঠে দেখে, দুলে কখন ফেরার হয়ে গেছে। নেপেনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কোম্পানি তো দুলেকে চেনে না, তারা জানে নেপেনই সব বানিয়েছে, এবার তাকেই ধরবে! সঙ্গেসঙ্গে নেপেনও হাওয়া হয়ে গেল। সেদিন থেকে না ঊনপঞ্চাশ, না দুলে, না বাতাসবাড়ি, না নেপেন— কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অথচ ঊনপঞ্চাশ নাকি নিজে হাঁটতে পারে না। গড়িয়ে চলতে পারে, তাতে আর কতদূর যাওয়া যায়?

www.boiRboi.blogspot.com

'কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তাদের অনেক টাকার জিনিস ওই ঊনপঞ্চাশ আর বাতাস বাড়ি, যে খুঁজে দিতে পারবে বা নেপেনকে ধরে দিতে পারবে, সে পাঁচ হাজার টাকা পাবে। তাই সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেকে বলে, নেপেনও খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। এখনও বলো, লামা, তুমি কী জানো!'

বড়ো লামা বলল, 'এই রে! লাটফর্মে পৌঁছে গেছি।'

লাটফর্ম বলে লাটফর্ম! সে লাটফর্মের তুলনা হয় না। তার চারদিক ঘিরে পাহাড় যেন ঝরে পড়েছে, যেদিকে তাকানো যায়, বাতাস কানে ঝিরঝির করে বয়। ঘন নীল আকাশ এত কাছে যে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া লাগবে। চারদিকে বালার মতো গোল হয়ে এসেছে বরফের পাহাড়, দুই মুখে এতটুকু তফাত। অনেক নীচে মেঘ। সিঁড়ির প্রথম ধাপে তার পেছনের পা দু-টি রেখে বসে আছে ধিঙ্গিপদ। টিকটিকির গায়ের মতো মোলায়েম গা সিঁড়ির প্রায় সবটা জুড়ে বসে আছে। ওদের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

পাদ্রি তখন বড়ো লামাকে বলল, 'বলি, আর কেন, এখুনি তো বেলুনে চড়া আর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া, এবার মুখের কুলুপ খোলো। নেপেনের কথা বলো।'

বড়ো লামা বলল, 'কেন, নেপেন তোমাকে পাঠায়নি!'

পাদ্রি কাষ্ঠ হাসল। 'আ মলো যা! বলি নেপেনই যদি পাঠাবে, তবে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কেন? তবে কী— তবে কী— তুমিই কি সে?'

বড়ো লামা হো হো করে হাসতে হাসতে বসে পড়ল। 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গোয়েন্দাগিরি কর পাদ্রি? বলি, ধিঙ্গিপদ বানাবে ওই নেপেন, শেষটা এইরকম বুঝলে?'

নিজের নাম শুনে ধিঙ্গিপদ দু-ধাপ নেমে বসল। সিঁড়ি দুলতে লাগল; তেল-টুপটুপ ঝাউ গাছ দুলতে লাগল। সিঁড়ির কাঠের ঘষা লেগে, ছাল ছাড়িয়ে ধূপ-ধুনোর মতো মিষ্টি গন্ধ বেরুল। কাঞ্চি, ঠুলি, লছমি বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, 'আহা! গুম্ফায় বুঝি ধূপকাঠি জ্বেলে রেখেছে পাদ্রি?'

পম্পা বলল, 'তা নয়, স্বর্গে আমার মামণি ধূপ জ্বেলে পুজো করছে, এ তারি গন্ধ।'

বড়ো লামা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। কথা ঘোরাবার জন্য বলল, 'ওই দ্যাখ্ বেলুন।'

সে বেলুনের কথা বলা যায় না। নীলে নীল, রুপোলিতে রুপোলি, যেন খানিকটা ঘন নীল আকাশে হঠাৎ বুদবুদ ফুটছে; আর তার গায়ে মেঘ লেগেছে। বেলুনের নীচে রেশমি দোলনা, চারদিকে রুপালি বেড়া, যাতে কেউ না পড়ে। লাটফর্ম থেকে এক মানুষ ওপরে, ফুলের ওপর-বসা প্রজাপতির মতো কী যেন ধুকপুক করছে। বেলুনে একগাছি রুপোলি সুতো বাঁধা, ধিঙ্গিপদ সেটিকে ধরে রয়েছে। মুখের উপর কী যেন লাগল; সে কি কুয়াশা, না রোদ, না গন্ধ, না শব্দ, কিছুই বোঝা গেল না। কর্কশ গলায় বড়ো লামা পাদ্রিকে বলল, 'চালাকি ছাড়ো পাদ্রি, কে তোমাকে পাঠিয়েছে বলো।'

পাদ্রি বলল, 'আমাকে— আমাকে— না, সে বলা বারণ!'

লামা তখন ডাকল, 'ধিঙ্গিপদ!' অমনি ধিঙ্গিপদ উঠে দাঁড়াল।

পাদ্রির মুখ সাদা হয়ে গেল। 'বলছি, বলছি বাপু, তুমি কি ঠাট্টাও বোঝ না? আমাকে পাঠিয়েছে ইয়ে-কী, বলে সেই সাবেককার খনির মালিক, দুলে যার নাম জাল করে দশ হাজার টাকা তুলেছিল।'

বড়ো লামা বলল, 'অ্যাঁ! বলো কী! এতদিনও মনে রেখেছে! ছি ছি ছি!' বলে সিঁড়ি থেকে পড়ে আর কী, যে-যা পারে, তার ঠ্যাং, হাত, জামার খুঁট ধরে বাঁচাল। নইলে আরেকটু হলেই সেদিন লামার হয়ে গেছিল আর কী!

www.boiboi.blogspot.com

কেমন যেন মুষড়ে পড়ল লামা। কপাল চাপড়ে বলল, 'অথচ— অথচ— এই সাড়ে তিন বছরে তাকে তিন চারে বারো হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে, নাম জালের টাকা সুদসুদ্ধ আদায় হয়ে গেছে! লোকটাকে দেখে মনে হত ভালো! সে যে এমন নেমেকহারামি করবে—।' বড়ো লামা তাজ্জব বনে গেল।

পাদ্রি বেজায় অপ্রস্তুত। 'ইয়ে, দেখো— তার সঙ্গে আমার সাড়ে তিন বছর দেখা হয়নি, ইতিমধ্যে যখন টাকাটা শোধই হয়ে গেছে, তখন আর ভাবনা কীসের!' এই বলে পকেট থেকে একটা নীল রঙের ফরমায়েসি কাগজ বের করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। কাগজের টুকরোগুলো বরফের কুচির মতো বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে, নাচতে নাচতে চারদিকে উড়ে চলল।

লামা বড়ো ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ও কী করলে, পাদ্রি, আর কি ও তোমাকে টাকা দেবে? তোমার এই সাড়ে তিন বছরের খাটুনি যে পণ্ড হল! এখন তোমার চলবেটা কী করে তাই বলো!'

পাদ্রি হাসল। 'পণ্ড হল আবার কেমন কথা? এই মুখ্যুগুলোকে দু-টি লেখাপড়া শেখালাম, তাকেও কি তুমি কিচ্ছু না বল? এটা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। তা ছাড়া ধিঙ্গিপদকে দেখতে পেলাম, এ তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়, লামা। তার উপর তুমিও আছ। সূর্যশক্তি বানিয়ে দেবে।'

বড়ো লামা বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, কিছুই জান না নাকি? বানাব কেন? তৈরি হয়েই তো আছে, আমি শধু চাকতি দিয়ে ধরে প্রথমে হাঁড়ায় ভরব। তারপর—' এই বলে লামা একটু মুচকি হাসল।

পাদ্রি চটে গেল। 'তারপর আবার কী? তারপর কী হল? তারপর কী করবে তাই বলো।'

—'কী আবার করব! মশলা দিয়ে রঙের আমসত্ত্ব বানিয়ে, তার পরতে পরতে আলোর শক্তি জমিয়ে রাখব।'

অমনি ছেলে-মেয়েগুলো উঠে দাঁড়িয়ে জামার হাতায় নাক মুছে গান ধরল—

'সূয্যি বড়ো ভালা, জগৎ কইল আলা—'

বড়ো লামা শিউরে উঠে, দু-কানে হাত দিল। 'এই কি তোদের গান গাইবার সময় হল? আমার কথা শোন। মাটির তলার তেল-কয়লা এই ফুরুল বলে। বড়োজোর আর কুড়ি বছর। নতুন খনি পায়ও যদি, নাহয় ধর— চল্লিশ বছর, নিদেন আশি বছরই ধরলাম। তারপর সব শুকিয়ে শেষ হয়ে ঝুনো নারকোল হয়ে যাবে।'

অমনি ওরা চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগিয়ে দিল। 'কী হবে লামা? আশি বছর পরে যদি তেল পাওয়া না যায়, তাহলে সরকার আর কোম্পানির ট্রাক কী করে চলবে? তাহলে যে চাচার চাকরি যাবে।'

বড়ো লামা রেগে চ্যাঁচাতে লাগল, 'চোপ বলছি, এক্ষুনি থাম। ততদিনে আলোর আমসত্ত্বের পাহাড় জমে যাবে না? সেগুলো রাখবার জন্য তোদের ঘরবাড়ি সব অনেক টাকা দিয়ে ভাড়া নেওয়া হবে। তোদের অর্ধেক দুঃখ ঘুচে যাবে। এবার খুশি তো?'

ওরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, 'আমাদের ঘরে যদি আমসত্ত্বই থাকে, তাহলে আমরা শোব কোথায়? রাতে যে আমাদের ঘুম পায়।'

লামা বলল, 'কী জ্বালা! বলি, বাতাস বাড়িটা কি কিচ্ছু নয়? শতেক শতেক বাতাস বাড়ি আকাশে ঝোলাব, বলিনি? সবাই সেখানে শুবি; না-গরম, না-ঠান্ডায় আরামে ঘুমোবি। তোদের বাপ-দাদা সবাইকে নিয়ে শুবি; সুখে থাকবি। এবার থাম দিকি।'

অমনি সবাই চুপ করে একদৃষ্টে বড়ো লামার মুখের দিকে চাইল।

হঠাৎ পদম উৎসাহের চোটে পাশে-ঝোলানো সরু তারটাকে এমনি খামচে ধরল যে, সেটা ক্কট শব্দ করে গেল সরে। ওই গেল-গেল ধর-ধর প'ল-প'ল করে ধিঙ্গিপদ আছড়ে পড়ল। খানিকক্ষণ

www.pathagar.blogspot.com

ছ-টা ঠ্যাং চিতিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল। তারপর মুণ্ডু নীচে, ল্যাজ ওপরে সড় সড় করে তার বেয়ে খানিকটা নেমে অমনি গাছের ডালে লটকে রইল। কিন্তু হাতে-ধরা বেলুনের দড়ি তবু ছাড়ল না। সেটা একটা পায়ে-দড়ি-বাঁধা পাখির মতো ফড়ফড় করতে লাগল।

পাদ্রি আর বড়ো লামা বেজায় চমকে গিয়ে হাঁ করে রইল। কিন্তু ছেলে-মেয়েগুলোর বুনো খরগোশ, পালানো মুরগি, পাগলা গোরু ধরা অভ্যেস, দেখতে দেখতে যে-যেখানে পারে ঠেকা দিয়ে ঠেলেঠুলে ধিঙ্গিপদকে আবার সিঁড়ির ওপর খাড়া করিয়ে দিল। কৃতজ্ঞতায় ধিঙ্গিপদ এক পাশে হেলে পড়ল।

তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ধিঙ্গিপদর মাথার চাঁদি থেকে আলোর ঝিলিক দিতে লাগল আর কেমন ঝিম-ঝিম গুন-গুন শব্দ বেরুতে লাগল। অমনি বড়ো লামা যেন প্রাণ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি ক-ধাপ নেমে ধিঙ্গিপদর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আর সঙ্গেসঙ্গে দূর থেকে আরেকটা গুন-গুন শব্দ কানে এল। শব্দটা ক্রমে কাছে এল। ওদের গায়ে মাথায় কীসের ছায়া পড়ল।

হাঁ করে সবাই আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড একটা নীল ডিমের মতো কী যেন, ঠিক ওদের মাথার ওপর ভেসে এসে স্থির হয়ে অনেক উপরে থেমে রইল।

ওই নাকি বাতাস বাড়ি! কাকেও কিছু বলে দেবার দরকার হল না। দেখতে দেখতে বাতাস বাড়ির তলার খানিকটা সরে গিয়ে একটা রেলিং-ঘেরা লাল বারান্দা নেমে পড়ল। তাতে সারি সারি নিশান বাঁধা, লম্বা লম্বা রংচঙে চীনে লণ্ঠন ঝোলানো। কারো মুখে কথা সরে না, হাত-পা চলে না। ওই তবে বাতাস বাড়ি! এবার তবে সব দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে! সাত পুরুষের খিদে মিটবে; যাদের পাহাড়ে চড়ে চড়ে পায়ে গুপো, তাদের গুপো সারাবে; যাদের কম খেয়ে আর পাতলা বাতাসে নিশ্বাস ফেলে গলা ফোলা, তাদের গলগণ্ড খসে পড়বে। এবার নিশ্চয় রোদে-চালানো কলে-তৈরি বৃষ্টি পড়ে পাহাড়ের গায়ে বান ছুটবে, খেতখামার সবুজ হবে, ঘাস হবে উঁচু, দলে দলে গোরু-ছাগল ফিরে আসবে, রান্নাঘরে রোদের উনুন ধরবে।

কারো মুখে কথা নেই, চোখ দিয়ে শুধু টস টস করে জল পড়তে লাগল। পাদ্রি একবার কী যেন বলতে চেষ্টা করল, খানিকটা গবর-গবর শব্দ বেরুল, তখন কথা থামিয়ে ওই সরু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, মাথাটাকে বড়ো লামার পায়ে ঠেকিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'এত দিনে চিনতে পারলাম। তুমি নেপেন না, কেউ না, তুমি হলে দুলে।'

বড়ো লামা শুধু বার দুই ঢোক গিলল। তারপর সেও ভাঙা গলায় বলল, 'আমিও ভুল বুঝেছিলাম। বাতাস বাড়ির নোঙর-চাকতি কেউ নিয়ে পালায়নি। ঊনপঞ্চাশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় ওটা খসে গিয়ে ওর পেটের ভিতর ঢুকে গেছিল। কাজেই আর কাজ করছিল না। বাতাস বাড়ি অমনি অমনি ভেসে গেছিল। কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে যায়নি। আজ ধিঙ্গিপদ যেই-না ডিগবাজি খেল, নোঙর-চাকতি আবার পিছলে নেমে যেখানকার যেমন এঁটে বসল। অমনি বাতাস বাড়ির তলার চাকতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল, গুন-গুন করে উঠল। ও পাদ্রি, তুমি তো সবই জানো।'

পাদ্রি এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল। এবার অনেক কষ্টে সে বলল, 'চাকতি তো ছিল ঊনপঞ্চাশের পেটে, তা সে ধিঙ্গিপদ পেল কী করে? ধিঙ্গিপদ তাহলে কে?'

বড়ো লামা কাষ্ঠ হাসল। 'কে নয়, কারা। আমার ডাইরিটা ফেলে এসেছিলাম, সেটা ভালো করে পড়লে, আগেই বুঝতে যে, ঊনপঞ্চাশ কোথায় গেল!'

পাদ্রি বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে রংচটা ছোটো একটা কালো খাতা বের করে বলল, 'পড়ব কী— এমন বিশ্রী হাতের লেখা তোমার, কেউ পড়তে পারে নাকি?'

www.boiboi.blogspot.com

লামা খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের জামার বুকে গুঁজে ফেলল। তারপর ধিঙ্গিপদকে বলল, 'চল, বেলুনে উঠি।'

তখন ওরা সবাই মিলে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে, ঠেসাঠেসি করে বেলুনের নীচেকার দোলনাটাতে চড়ে বসল। চারদিক থেকে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ওদের ঠ্যাংগুলো ঝুলে থাকল। সবার শেষে ধিঙ্গিপদ উঠে বাঁধনের দড়ি খুলে দিল। বেলুনটা যেন একবার গা-ঝাড়া দিয়ে অদৃশ্য ডানা মেলে, রাজহাঁসের মতো আকাশে উড়ল!

ওরা অবাক হয়ে দেখল, বাতাস বাড়ি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। সেও ধীরে ধীরে যেন নীচে নেমে আসছে। নীচের ঝোলানো বারান্দায় মানুষ দেখা যাচ্ছে। পম্পা বুকের কাছে খুদে মনসা গাছটি চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। বুকটা তার ধুক্ ধুক্ করছিল। কী হবে! মার মুখটা যে ভালো করে মনে পড়ছে না, যদি চিনতে না পারে? শুধু মনে পড়ে দুটো কালো চোখ, দুটো হাত আর নরম একটা বুক। তাই দিয়ে কি মা চেনা যাবে?

বেলুনও খানিকটা উঠল, ঝোলা বারান্দা থেকে একটা লাল সিঁড়িও নেমে বেলুনে ঠেকল। কেউ ঠেলাঠেলি করল না। একে একে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। ভয়ে ভয়ে পম্পা চেয়ে দেখল। চিনতে এতটুকু কষ্ট হল না। ওই তো মামণি, লালপাড় কাপড় পরে দাঁড়িয়ে, চোখে জল, মুখে হাসি। 'মা মা মা' বলে পম্পা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই তো সেই চেনা হাত দু-খানি, সেই পুরোনো নরম বুক। অনেক দিন পরে পম্পা আবার মা পেল।

পম্পাকে কোলে নিয়ে মা বারান্দা থেকে ঘরে উঠলেন। সে কী ঘর, নাকি সগ্‌গ? ছিমছাম তকতক করছে, না-গরম, না-ঠান্ডা কেমন একটা ফুলের গন্ধ, পাখির গান।

হঠাৎ বড়ো লামা বলল, 'এবার তোর কাজ ফুরিয়েছে ধিঙ্গিপদ। এদিকে আয়।' ধিঙ্গিপদ সামনে এসে পেছনের হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। বড়ো লামা তার দু-কান ধরে দিল কষে টান। পড়-পড় করে ধিঙ্গিপদর ছাল ছাড়িয়ে এল। ভিতর থেকে বেরুল দুটো মানুষ। অর্থাৎ একটা মানুষ আর একটা ঊনপঞ্চাশ। সবাই থ! পাদ্রি মুচ্ছো গেল।

ওই অতো বড়ো দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষটা হাত-পা এলিয়ে বাতাস বাড়ির পালিশ করা মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। থুস করে একটু শব্দ হল; বাতাস বাড়িতে শব্দ বন্ধের কল ছিল, সব আওয়াজ মিঠে শোনাত। চোখদুটো কপালে তুলে পাদ্রি চিৎপাত হয়ে পড়ে রইল, ছেলে-মেয়েগুলো ক্যাঁও-ম্যাও করে কেঁদে উঠল, 'ও কী? মরে গেল নাকি! ও পাদ্রি, তুমি চান করলে না, খেলে না, কোথায় গেলে? এই তো সগ্‌গ, আবার কোথায় যাবে!'

তখন ধিঙ্গিপদর তলার আধখানা তড়বড় করে এগিয়ে এসে বলল, 'উঃফ, বাঁচলাম, কাজ না করে করে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছিল, এবার একে চাঙ্গা করে তোলা যাক। এই পাদ্রি! কী হচ্ছেটা কী? ওঠ বলছি!' তারপর ছাদ থেকে ঝোলা সরু একটা নল থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়। ঝাপটার জল মিহি মিহি কুয়াশার গুঁড়া হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে ওদের চোখে-মুখে লাগে; কী ঠান্ডা, কী মিষ্টি গন্ধ, নরম নরম ধোঁয়ার মতো, রোদে শুকনো ঘাসের মতো, আহা অমন হয় না!

পাদ্রি চোখ রগড়িয়ে উঠে বসেই পম্পার মাকে দেখে, তাঁর পায়ের কাছে গড় করল। অমনি দেখাদেখি সবাই তাঁকে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করতে লাগল। শুধু বড়ো লামার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

এমন সময় ছাদ থেকে ঝোলা হালকা সরু সিঁড়ি বেয়ে একটা আট-দশ বছরের ছেলে তড়বড় করে নেমেই বলল, 'বাবা এসেছে! কী মজা, বাবা এসেছে!' তারপর বাবার গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

তাই দেখে নেপেন হিহি করে হাসতে লাগল। বলল, 'বাবাঃ, ছাড়া পাওয়ার যে কী সুখ! যা দেখি তাই ভালো লাগে। এই ছেলেটা কি আমাকে কম জ্বালিয়েছে, তবু ওকে দেখে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে!'

তারপর সে কী কথা, সে কী হাসি, সে কী কান্না, সে কী আনন্দ! পম্পা একবারও মার কোল থেকে নামল না। লামার ছেলেটা বলল, 'যাঃ, তোকে মার অর্ধেকটা দিয়ে দিলাম। যা বকে আমাকে জোর করে চান করায়, খাওয়ায়। ব্যাঙের ছাতার বাগান দেখবি! তো ছাদের তলার ঘরে চল।'

পম্পা ছাড়া সবাই গেল। যন্ত্র দিয়ে ঘেরা সে কী ঘর, সে কী ব্যাঙের ছাতার বাগান। কত চেহারা, কত রং, কেমন সোঁদা গন্ধ। বেছে বেছে তাই তুলল ছেলেটা। ওদের বলল, 'আমার নাম কানু, আমাকে কানুকা বলে ডাকবি। চল, মা কেমন ব্যাঙের ছাতা রাঁধে দেখবি চল।' ব্যাঙের ছাতার ঘরে রোদ আসে না। রোদ এলে বাগান হয় না। তারি পাশে ফুল ও তরকারির ঘর, সেখানে রোদ না এলে ফুল-ফল ধরে না। দেখে-শুনে ওরা তাজ্জব বনে গেল।

নীচে নেমে দেখল, নেপেন মায়ের সঙ্গে রাঁধাবাড়া প্রায় শেষ করে এনেছে। সবাই তাই দেখে থ! পাদ্রি বলল, 'বলিনি, দুলেদার জন্য রেঁধে রেঁধে নেপেন হাত পাকিয়েছিল।'

নেপেন কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'লামার বাড়িতেও হেড-কুক কে ছিল?'

ঘরের কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল ঊনপঞ্চাশ, তার মুখ থেকে ফুট করে কার্ড বেরুল, তাতে লেখা 'নেপেন সান্ডেল! নেপেন সান্ডেল! সবার সেরা নেপেন সান্ডেল!'

লামা নেপেনকে বলল, 'ধিঙ্গিপদর পেটের মধ্যে টোল খুলেছিলে দেখছি!'

নেপেন ঊনপঞ্চাশ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাজ ফুরুলে কী হয়?' খুট করে ঊনপঞ্চাশ-এর মুখ থেকে আরেকটা কার্ড বেরুল। তাতে লেখা— 'কাজ ফুরুলে ছুটি হয়। ঊনপঞ্চাশ ঘুমিয়ে রয়।'

তখন হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে, ঝোলা থেকে স্ক্রুড্রাইভার বের করে, বড়ো লামা ঊনপঞ্চাশ-এর মাথার চাকতিটি খুলে নিল। বলল, 'এটি কিছু থুম্বার বাতাসি কোম্পানির সম্পত্তি নয়, নেপেন। তুমি তো জানো, এটা আমার জান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে আর তোমার মাইনের টাকা দিয়ে বানিয়েছিলাম। বাকি যা-কিছু, বাতাসি কোম্পানিকে ফিরিয়ে দিয়ো, পাদ্রি পাঁচ হাজার টাকা পাবে।'

পাদ্রির তখনও হাঁটুর খিল ছাড়েনি, সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'টাকা? কীসের টাকা? কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছি, মালিক টাকা দেবেও না, আমি চাইও না। আর কেন লজ্জা দাও, লামা?'

লামা হাসল, 'তবে কি ভূত-গুম্ফার টোল বিনি পয়সায় হবে, পাদ্রি? তা হয় না। তুমি বাতাস বাড়ি খুঁজে দিলে, ঊনপঞ্চাশকে পাইয়ে দিলে, তুমিও কোম্পানির পাঁচ হাজার টাকা পাবে আর নেপেনের নাম থেকে হুলিয়াও উঠে যাবে। তুমি যেয়ো, পাদ্রি।'

পাদ্রি বলল, 'নেপেন যাক। আমার ওদের ভালো লাগে না। ওরা টেবিলে খায়। রোজ কাপড় ছাড়ে। ঘড়ি দেখে।'

লামা বলল, 'তা হোক। ওদের জিনিস ওদের পাইয়ে দিয়ে, তুমি টাকা নিয়ে চলে এসো।'

—'কী করে পাইয়ে দেব? তাদের এখানে আনব?'

তাই শুনে ছেলে-মেয়েগুলো শিউরে উঠে কানে হাত দিল। 'ওমা, না, না, তারা হয়তো রোজ চান করে।'

www.boiRboi.blogspot.com



নেপেন বলল, 'একটা কথা বলি, লামা? আমি বাতাস বাড়ি পৌঁছোতে গেলে আমাকে হয়তো ফাটকে দেবে, নিদেন থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পাঁচকথা জিজ্ঞেস করবে। তাহলে আমি নিশ্চয় মরে যাব। আমি ঊনপঞ্চাশকে নিয়ে বাতাস বাড়ি চালিয়ে, বাতাসি কোম্পানির বদরী দ্বীপে রেখে আসি। সঙ্গেসঙ্গে পাদ্রি থুম্বাতে খবর দিক। ওরা ওদের জিনিস নিয়ে যাক। পাদ্রিকে তার পাওনার কড়ি দিয়ে দিক। পাদ্রি ফিরে এসে ভুত-গুম্ফায় টোল বসাক।'

লামা ঢোক গিলে বলল, 'আর তুমি?'

নেপেন তখন লামার পায়ে পড়ে বলল, 'আমাকে তোমার চাকর করে রাখো! আমি দু-বেলা তোমাকে রান্না করে দেব। সূর্যশক্তির উনুনে রাঁধতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। দোহাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না।'

ঠিক তখন হাঁড়ি হাতে এগিয়ে এসে পম্পা-কানুর মা বললেন, 'তা তো হয় না বাছা! রাঁধাবাড়া আমি করব, তোমার অন্য কাজ আছে। সূর্যশক্তির কর্মশালা চালাতে হবে না? বৃষ্টি করতে হবে, জল তৈরি হবে, উনুন হবে, বাতি হবে, ইস্ত্রি হবে, ঘরকন্নার সব কাজ করবার যন্ত্রপাতি বানাতে হবে-না? সেসব কি উনি একা করবেন?'

বড়ো লামা অবাক হয়ে থপ করে যেখানে চেয়ার নেই, সেখানেই বড়ে পড়ল। থুপ করে একটু শব্দ হল; সূর্যশক্তি দিয়ে তৈরি ঘরের মাঝে একটুখানি ফুলে উঠে, লামাকে বসতে দিল। লামা বলল, 'তু-তুমি এত জানলে কী করে?'

পম্পা-কানুর মা বললেন, 'আমি জানব না তো জানবে কে? সাড়ে তিন বছর ধরে ওইসব দিয়ে পরখ করেছি, তোমার লেখা নোটবই পড়ে পড়ে সব শিখেছি। কানুকেও নোটবই থেকে অ-আ শিখিয়েছি। কানু এখন লেখাপড়া জানে।'

বড়ো লামা বলল, 'তোমরা আমার হাতের লেখা পড়তে পার?'

—'পারি বই কী, কী সুন্দর হাতের লেখা! যাকিছু গোপন কথা লেখ-না কেন, আমরা ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না। কী ভালো বলো দিকিনি।— ওরে তোরা খাবি আয়।'

অমনি ধপাধপ যে যেখানে ছিল বসে পড়ল, হাতে হাতে মা ওদের থালায় করে গরম গরম খিচুড়ি, মুলোর ঘন্ট আর ডিমের ডালনা ঢেলে দিলেন। সবাই বলল, 'উটপাখির ডিম ছাড়া এত বড়ো ডিম কারো হয় না।'

মা হাসলেন; বললেন, 'রোদ আর খাবার বড়ি খেয়ে মুরগি হয়েছে পাঁঠা, মুনিয়া হয়েছে পেরু আর মিনি বেড়াল হয়েছে বাঘের মতন। তবে নিরামিষ খায়, ভয় নেই।'

খাবার পর যন্ত্রে-তৈরি জলে ওরা হাত-মুখ ধুল। সঙ্গেসঙ্গে ময়লা জলটা বাষ্প হয়ে বোতলে ঢুকে রইল। ওরা মুখশুদ্ধি খেয়ে, ধপাধপ মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। ভোর থেকে তো শরীরের ওপর কম ধকল যায়নি। হঠাৎ লামার বড়ো ভাবনা হল। এত দিন সূর্যশক্তির উনুন, বাতি ইত্যাদি বানিয়ে, ব্যবসায়ীদের কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে রোজগার হত; তাই দিয়ে ধার শোধ হল, বড়ো লামার ঘর-সংসার চলল, লামা খেল, নেপেন খেল। কিন্তু এখন কারখানা বড়ো হবে, অনেকবড়ো ব্যাবসা হবে, নেপেন খাটবে; যদি শেষটা জানাজানি হয়ে নেপেনকে ধরে নিয়ে যায়! নেপেন সান্ডেলের নাম পুলিশের খাতায় লেখা। কী হবে তখন?'

শুনে নেপেনের আক্কেল গুড়ুম, পাদ্রির গালে হাত! তখন ছেলে-মেয়েগুলো উঠে পড়ল। 'হবেটা আবার কী? ও লামা, তুমি হলে বড়ো লামা, নেপেন হবে ছোটো লামা, ঠোঁটের পাশে ঝুলো গোঁপ রাখলে, কেউ ওকে চিনবেই না। ও আবার একটা কথা হল নাকি! বড়ো লামা, বড্ড ঘুম

www.amarboi.blogspot.com

পাচ্ছে।' বলে ধপাধপ শুয়ে পড়ে সে কী ঘুম, পম্পা তার মায়ের কোলে, ও তার বাবার পাশে। আর ঊনপঞ্চাশ? ঘরের কোণে ঊনপঞ্চাশ পড়ে রইল, সে খায়ও না দায়ও না, তার চাকতি খুলে নিতে তার প্রাণের প্রদীপও নিবে গেছে। আবার তাকে সূর্যশক্তি না জোগালে সে কোনো কাজও করবে না। ঘুম থেকে উঠে নেপেন তাকে ভাঁজ করে একটা বড়ো জিপ-লাগানো থলিতে ভরে নিল। ধিঙ্গিপদর ঝকমকে গিরগিটি ছাল ঘরের কোনায় তেমনি পড়ে রইল।

ঘুম ভাঙলে বড়ো লামা বলল, 'এবার ঘরে ফেরা। রাতে বাড়ি না গেলে, ও ছেলে-মেয়েরা, তোদের মা-বাবা-দিদি-চাচা-চাচি পুলিশে খবর দিয়ে হাঙ্গামা বাধাবে! আমার নিজের জিনিস সূয্যিকলটি আর নোটবইগুলো ছাড়া কিচ্ছু নেব না। ও পম্পা-কানুর মা, তোমার পশু-পাখি ছাড়া তুমিও কিচ্ছু নিয়ো না। ঘরে ফিরে সূর্যশক্তি নিয়ে আবার নতুন করে জিনিসপত্র করে দেব। ওরে তোরা তৈরি আছিস তো?'

আরও একটু দেরি হল, সেই বারোটা ডিম ফুটে বারোটা কচি কচি হলুদ তুলোর গুলির মতন ছানা বেরিয়েছে, নেপেন তাদের সূর্য-ঝুড়িতে পুরে ঠুলির হাতে দিল। সে সবার বড়ো, যত্ন করে নিয়ে যাবে।

তারপর ঘরে ফেরার পালা। বাতাস বাড়ির তলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আবার সবাই বেলুনে বসল। সঙ্গে এবার ধিঙ্গিপদ নেই, লামা তার ছালটি কোলে নিয়ে বসেছে, লামার চোখ ছলছল করছে! আর সবাই এসেছে, শুধু নেপেন আর পাদ্রি বাতাস বাড়িতে থেকে গেছে। বাতাস বাড়ি চালিয়ে নেপেনরা বদরী দ্বীপে যাবে। সেখানে বাতাস বাড়িকে গাছের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা হবে। ঊনপঞ্চাশ থাকবে ভিতরে। নেপেন তার মধ্যে সূর্যশক্তি ভরে দেবে। তারপর পাদ্রি থুম্বা গিয়ে খবর দেবে। বাতাসি কোম্পানির লোকদের আসতে দেখলেই নেপেন হাঁটাপথে বদরী দ্বীপের অন্য মাথায় বটতলায় অপেক্ষা করবে। বাতাসি কোম্পানি জিনিস বুঝে, পাদ্রিকে টাকা দিয়ে বিদায় করলে, সে গিয়ে নেপেনের সঙ্গে জুটবে। তারপর দু-জনে লখনা ফিরে এসে চিরকাল সুখে থাকবে।

পাদ্রি আসল কথা ভেঙে বলবে না। ওরা ভাববে, ঘুরতে ঘুরতে পাদ্রি বুঝি বাতাস বাড়ি খুঁজে পেয়েছে। তারপর ঊনপঞ্চাশকে নিয়ে ওরা বুঝবে ঠেলা। বড়ো লামা বলেছে তার জন্য কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না, কারণ লামা যে বিদ্যে ওর মধ্যে ভরেছে, তার বেশি কিছু করার ওর সাধ্যি নেই।

তাই শুনে নেপেন বলল, 'বাড়তি ওই যেটুকু আমি শিখিয়েছি, ছড়া গাঁথতে, জিভ ভ্যাঙাতে আর বগ দেখাতে।'

ফেরার পথে বড়ো লামা বেলুন চালাল। দেখতে দেখতে বেলুন নেমে ঝাউ গাছের মগডালের লাটফর্মে এসে লাগল। যে-যার নেমে পড়ল। লামা কল টিপে বেলুন বন্ধ করে, ভাঁজ করে, এতটুকু বানিয়ে কানুর বগলে গুঁজে দিল। সূয্যিটর্চ জ্বেলে ওরা দেখতে দেখতে একেবারে গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেল। সবার চোখে ঘুম। লামা তাদের পকেট ভরে খাবার বড়ি দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা করিয়ে দিল। রইল শুধু পম্পা। তার বাড়ির লোকেরা তাকে চায় না, সে মায়ের কোল ছাড়বে কেন!

পাদ্রি ওদের বিদায় দেবার সময় বলে দিল, 'এবার সূর্যিকলটা নামিয়ে এনেছি, আর ভয় নেই, সাত দিনের মধ্যে লখনা নদীতে ঢল নামবে, খেত-খামার সবুজ হবে।'

বেলুনে বসে ওপর দিকে তাকিয়ে ওরা কাঁদতে কাঁদতে দেখছিল, বাতাস বাড়ির নীচের সিঁড়ি আর দোলনা উঠে গেল, বাতাস বাড়ির তলার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিশান, চীনে লণ্ঠন ভিতরে ঢুকে

গেল। রইল শুধু একটি ফিকে নীল ডোম, নীলে নীল, রুপোলিতে রুপোলি, বরফের পাহাড়ের মাথায় ওপরকার আকাশ থেকে আর তাকে আলাদা করে চেনা গেল না।

কিন্তু বদরী দ্বীপে যাবার আগে নেপেন তার অনেকদিনের একটি সাধ মিটিয়ে নিল। বাতাস বাড়ির মেশিন দিয়ে জল বানিয়ে, ঝাঁঝরি খুলে লখনা পাহাড়ে অঢেল জল ঢেলে দিয়ে গেল। নদী-নালা ভরল, খাল দিয়ে কলকল করে জল ছুটল, খেতখামার জল পেয়ে বাঁচল। ভোর না হতে গাঁয়ের লোকে কোদাল-কুড়ুল নিয়ে কাজে লেগে গেল।

পরদিনই বড়ো লামা কানুকে নিয়ে শুকনো ঝরনার উৎসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে গিয়ে চিরতুষারের পাশে ছোটো একটা সূর্যকল বসিয়ে দিতেই, বরফের তলা থেকে ঝুর ঝুর করে জল বেরুতে লাগল। সে জলের ধারা আর শুকোল না। দেখতে দেখতে লখনা পাহাড়ের চেহারা ফিরে গেল। জলের গন্ধ পেয়ে সারি সারি ছাগল, ভেড়া, গোরু আবার লখনায় ফিরে এল। ধান বাঁচল, মকাই বাঁচল, মুরগিরা ডিম দিল, গোরুর বাছুর হল।

সে-বছর ছেলে-মেয়েদের বাপ-দাদারা আবার মানস সরোবরের দিকে গিয়ে, ইয়াক গোরুর দুধ জ্বাল দিয়ে ছুরপি করে আনলে। খেতে আবার আলু হল, পেঁয়াজ হল; ঘরে ঘরে উনুন জ্বলল। সে কী আনন্দ! তারি মধ্যে বড়ো লামা পম্পার বাবার কাছে গিয়ে লেখাপড়া করে পম্পাকে পুষ্যি নিয়ে নিল।

খারাপের মধ্যে এই যে, নেপেন, পাদ্রি ফিরে এসে, ভূত-গুম্ফা কিনে নিয়ে টোল বসালে। কানুর কান ধরে বড়ো লামা তাকে সেখানে ভরতি করে দিয়ে এল। সে কি যেতে চায়, সে শুধু সূর্যঘড়ি বানাতে চায়। বানিয়েছিল অনেক বছর পরে পৃথিবীর সেরা সূর্যঘড়ি। তবে সে অনেক দিন পরের কথা। তত দিনে স্বভাব তার বদলে গেছিল, টোলের সে হয়ে গেছিল ফার্স্ট বয়।

ক্রমে নেপেনের কথা সবাই ভুলে গেল; কিন্তু বড়ো লামার শাকরেদ ছোটোলামার খ্যাতি বাড়ল। বড়ো লামার কথা মতো হাতে হাতে সে কী না বানাতে পারত। দু-জনে মিলে নিত্যি নতুন কাজের জিনিসের মডেল তৈরি করত, আর দেশ-জুড়ে ছোটো-বড়ো কারখানায় সেই জিনিস তৈরি হত। পয়সাকড়ির ভাবনা তাদের ঘুচে গেছিল।

আর পাদ্রির কথা কী বলা যায়? সে দিস্তা দিস্তা গান লিখে সুর দিয়ে, ছেলে-মেয়েদের দিয়ে গাওয়ায়। লামা কানে ছিপি এঁটে থাকে। কিন্তু সে পাদ্রি আর নেই। সে আজকাল মাসে মাসে চান করে সবাইকে অবাক করে দেয়। কারণ দেশ থেকে তার মা এসেছে। সে বুড়ি পম্পাদের নাচতে শেখায়, উল বুনতে শেখায়। রাশি রাশি পাহাড়ি আলুবোখরার জ্যাম তৈরি করে সবাইকে দেয়। পম্পার মাকে দিদি বলে। যদিও সে পম্পার মার চাইতে অন্তত কুড়ি বছরের বড়ো। সে যাই হোক, পম্পাদের শোবার ঘরের জানলায় ছোটো মাটির ভাঁড়ে ছোট্ট মনসা গাছে ফুল ধরতে দেখে বুড়ি ভারি খুশি। কোথা থেকে খানাখন্দ খুঁজে খুঁজে সেও কত খুদে গাছ জোগাড় করে ভূত-গুম্ফাতেও সাজাত, পম্পা ভালো নাচলে পম্পাকেও দিত।

আর প্রত্যেক বছর শীতের পর যখন বরফের পাহাড়ের উঁচু চূড়ার মেঘ সরে যেত, পাদ্রি সেই দিকে চেয়ে থাকত। তার সোনালি চোখের পিছনে আলো জ্বলত। তারপর একদিন ছোটো বরফের টাঙ্গিখানি হাতে নিয়ে, পিঠে একটা বোঁচকা বেঁধে, লখনা গ্রাম থেকে তিন-চারজন বেকার যুবক সঙ্গে জুটিয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে রওনা হত। ভূত-গুম্ফার টোলে তখন পাদ্রির মা আর বড়ো লামা নিজে পড়াত।

www.boiRboi.blogspot.com

এক মাস দু-মাস পরে ফিরে এসে প্রথমে পাদ্রি সাত দিন রোদে পা মেলে শুয়ে থাকত, তারপর হাসিমুখে আবার টোলে গিয়ে বসত। বলত, 'পায়ের চাকায় তেল না দিলে মরচে ধরে।'

সেখানে সবাই সুখে থাকত। শুধু অনেক সময় গভীর রাতে বড়ো লামা আবার সেই পুরোনো দুলে হয়ে যেত। কাগজ-কলম নিয়ে কীসব আঁকজোক করত আর মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসুভাবে ধিঙ্গিপদর ছালটার দিকে তাকাত। তখন তার চোখ চকচক করত। এক দিন তাই দেখে ছোটো লামা কেঁদে পড়ল, 'আর নয়, দুলে, আর আমায় বন্দি কোরো না।'

তখন দুলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নোটবই খুলে তার পাতায় খচখচ করে বিশ্রী হাতের লেখায় লিখে, পৃথিবীর সব মানুষকে সাহস দিয়ে রাখল, 'পৃথিবীতে যখন মানুষ থাকবার জায়গা কুলোবে না, কয়লা ফুরুবে, তেল ফুরুবে, তখনও যেন কেউ ভয় না পায়। এই আমি রেখে গেলাম আরও ভালো বাতাস বাড়ির নকশা; এই রইল সূর্য-কলের নিয়মকানুন; খিদের বড়ির রন্ধনপ্রণালী; যে কাপড় ছেঁড়ে না বা পোড়ে না, গায়ের সঙ্গে বাড়ে-কমে, রোজ যার রং বদলায়, তার গোপন তথ্য। পৃথিবীর দুঃখ ঘুচে যাক, সবাই সুখী হোক। ইতি—

পুঃ মনে থাকে যেন, সেই সুখের দিন আসবার আগে সমুদ্রের নীচে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে এবং বহু লোক ভেলা ভাসিয়ে জলের উপরে বাস করবে।'